মায়াবিনী

(জুমেলিয়া)

গ্রন্থকারের

অন্যান্য গ্রন্থ

মায়াবী

মনোরমা

মায়াবিনী

পরিমল ৮/০

সতী শোভনা

জীবন্মৃত-রহস্য

হত্যাকারী কে

নীলবসনা সুন্দরী

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

অথবা গ্রন্থকারের নিকট

৭ নং শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন

যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
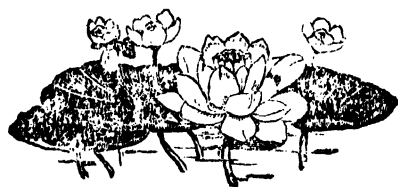
মায়াবিনী
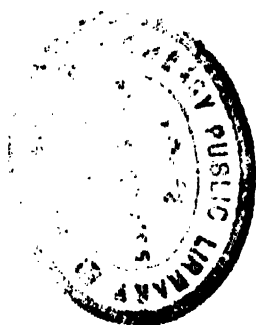
উপন্যাস

শ্রীপাঁচকড়ি দে-প্রণীত

সপ্তম সংস্করণ

(দ্বাদশ সহস্র)

Calcutta
THE BENGAL MEDICAL LIBRARY
201, CORNWALLIS STREET
1915

শ্রীশ্রীশ্বরীদুর্গা শরণম্

বিদ্যোৎসাহী

অশেষসদ্‌গুণালঙ্কৃতহৃদয়

বাঙ্গলা-সাহিত্যের ও সাহিত্যসেবকমাত্রেরই

চিরবান্ধব

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের শ্রীকরকমলে

এই গ্রন্থ

আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত

উপায়ণীকৃত

হইল।

৫ই বৈশাখ
সন ১৩০৪ সাল

বিজ্ঞাপন।

প্রথম বার।

গতবর্ষে "গোয়েন্দার গ্রেপ্তার" নামক সাময়িক পত্রিকায় "জুমেলিয়া" নামে এই পুস্তকের ৩ ফর্ম্মা বাহির হইয়াছে। এক্ষণে অবশিষ্ট ফর্ম্মাগুলি মুদ্রাঙ্কিত করিয়া পুস্তক সম্পূর্ণ করা গেল। "জুমেলিয়া" নামের পরিবর্ত্তে "মায়াবিনী" নামে সম্পূর্ণ পুস্তক স্বতন্ত্র আকারে বাহির হইল। ৪ঠা চৈত্র, সন ১৩০৫ সাল।

দ্বিতীয় বার।

এক্ষণে ইহার অনেকাংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অনেকাংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে, এবং কোন কোন স্থান পুনর্ব্বার লিখিত হইয়াছে। মুদ্রাঙ্কণকার্য্যও পূর্ব্বাপেক্ষা সুসম্পাদিত করা গেল এবং তিনখানি ছবি দেওয়া হইল। ১৮ই আশ্বিন, ১৩০৭ সাল।

গ্রন্থকার

প্রথম খণ্ড

নারী না পরী

D'ye stand amazed ! Look o'er thy head Maximinian
Look to the terror which overhangs thee.
Beaumont and Fletcher : —"The Prophetess."

মায়াবিনী—নরহন্ত্রী জুমেলিয়া।

মায়াবিনী

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

নূতন সংবাদ

একদিন অতি প্রত্যূষে দেবেন্দ্রবিজয় স্থানীয় থানায় আসিয়া ইন্‌স্পেক্টর রামকৃষ্ণ বাবুর সহিত দেখা করিলেন।

যাঁহারা আমার "মনোরমা" নামক উপন্যাস পাঠ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দেবেন্দ্রবিজয় মিত্রের পরিচয় আর নূতন করিয়া দিতে হইবে না। যে সময়কার ঘটনা বলিতেছি, তখনকার ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ, সুদক্ষ ও শ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ্। তাঁহার ভয়ে তখন অনেক চোর চুরি ছাড়িয়াছিল, অনেক ডাকাত ডাকাতি ছাড়িয়াছিল, অনেক জালিয়াৎ জালিয়াতী ছাড়িয়াছিল; স্ব স্ব ব্যবসায়ে

এরূপ একটা অপরিহার্য্য ব্যাঘাত ঘটায় সকলে কায়মনোবাক্যে অহনিশ ইষ্টদেবতার নিকটে দেবেন্দ্রবিজয়ের মরণ আকাঙ্ক্ষা করিত। সকলেই ভয় করিত; ভয় করিত না—গর্ব্বিতা জুমেলিয়া। সে ইষ্টদেবতার নিষ্ফল সহায়তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, সেই সময়ে স্বহস্তে দেবেন্দ্রবিজয়কে খুন করিবার জন্য 'মরিয়া' হইয়া উঠিয়াছিল। সে তাঁহাকে আন্তরিক ঘৃণা করিত। দেবেন্দ্রবিজয় যদি তেমন একজন ক্ষমতাবান্, বুদ্ধিমান্ লোক না হইয়া একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতেন, তাহা হইলে সে তাঁহাকে পদতলে দলিত করিয়া মনের সাধ মিটাইতে পারিত। তা' না হইয়া দেবেন্দ্র কি না প্রতিবারেই তাহাকে হতদর্প করিল—ছিঃ—ছিঃ—ধিক্ ধিক্; এই সব ভাবিয়া জুমেলিয়া আরও আকুল হইয়া উঠিত। এই বর্ত্তমান আখ্যায়িকা পাঠ করিবার পূর্ব্বে পাঠকের, মনোরমা নামক পুস্তকখানি পাঠ করিলে ভাল হয়; এখানিকে মনোরমা পুস্তকের পরিশিষ্ট বলিলেও চলে।

যখন দেবেন্দ্রবিজয় রামকৃষ্ণ বাবুর সহিত দেখা করিলেন, তখন তিনি নিশ্চিন্তমনে বাঁশের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ন্যায় একটি চুরুট দন্তে চাপিয়া ধূমপান করিতেছিলেন; তেমনি পরম নিশ্চিন্তমনে দেখিতেছিলেন, সেই ধূমগুলি কেমন কুণ্ডলীকৃত হইয়া, উন্মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া, দল বাঁধিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। তেমন প্রত্যূষে দেবেন্দ্রবিজয়কে সহসা সেই কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন। সসম্মানে তাঁহাকে নিজের পার্শ্বস্থিত চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন, "কি হে, ব্যাপার কি? আমাকে দরকার নাকি? এত সকালে যে?"

দেবেন্দ্রবিজয় কহিলেন, "ব্যাপার বড় আশ্চর্য্য; শুন্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে, ব্যাপারটা কতদূর অলৌকিক; তেমন অলৌকিক ঘটনা কেহ কখনও দেখে নাই—শুনে নাই।"

রাম। এমন কি ঘটনা হে ?

দেবেন্দ্র। বড়ই অলৌকিক—একেবারে ভৌতিক-কাণ্ড—তুমি শুন্‌লে তোমারও বিস্ময়ের সীমা থাক্‌বে না।

রাম। বেশ, আমিও বিস্মিত হইতে চাই। প্রায় দশ বৎসরের মধ্যে আমি একবারও বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি কি না সন্দেহ; তোমার কথায় যদি এখন তা' ঘটে, সে বিস্ময়টায় কিছু-না-কিছু নূতনত্ব আছেই।

দেবেন্দ্র। ফুলসাহেবকে তোমার স্মরণ আছে ?

রাম। বিলক্ষণ।

দেবেন্দ্র। জুমেলিয়াকে ? যে এতদিন জাল মনোরমা সেজে নিজের বাহাদুরী দেখাইতেছিল, যে শেষে হাজ্‌রার বাগান-বাড়ীতে আত্মহত্যা করে, তাকে স্মরণ আছে কি ?

রাম। হাঁ, সেই পিশাচী ত ?

দেবেন্দ্র। সত্যই সে পিশাচী বটে।

রাম। তার কি হয়েছে ?

দেবেন্দ্র। তার মৃত্যুর বিবরণটা কি এখন তোমার বেশ স্মরণ আছে ?

রাম। বেশ আছে।

দে। জুমেলিয়ার দেহ যতক্ষণ না কবরস্থ করা হয়েছিল, ততক্ষণ আমি তৎপ্রতি সতর্ক-দৃষ্টি রেখেছিলাম ব'লে তুমি আর কালীঘাটের থানার ইন্‌স্পেক্টর আমাকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলে—মনে আছে কি এখন ?

রাম। শুধু কবরস্থ নয়—সেই শবদেহ কবরস্থ ক'রে কবর মৃত্তিকা পূর্ণ করা পর্য্যন্ত তোমার সতর্ক-দৃষ্টি সমভাবে ছিল। ইহা ত হাসিবারই কথা, দেবেন্দ্র বাবু! [হাস্য]

দেবেন্দ্র। এখন ঘটনা, আমার সে সতর্কতা যে বৃথা নয়, তা' প্রমাণ

করেছে। তবু যতদুর সতর্ক হওয়া আবশ্যক, তা' আমি হ'তে পারি নাই; আরও কিছুদিন সেই কবরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখাই আমার উচিত ছিল।

রা। অ্যাঁ—বল কি হে! তোমার মাথাটা নিতান্ত বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে দেখ্‌ছি। কবরের উপর এত সাবধানতা কেন? তার পর, তুমি জুমেলিয়ার কবরের উপর আর পাহারা দিয়াছিলে কি?

দে। হাঁ, এক সপ্তাহ।

রা। যে লোক মরে গেছে—যাকে পাঁচ হাত মাটির নীচে কবর দেওয়া হয়েছে—তার উপর তুমি একসপ্তাহ নজর রেখেছ; এখনও আবার বল্‌ছ যে, আর কিছুদিন নজর রাখ্‌তে পার্‌লে ভাল হ'ত, এ সব কথার অর্থ কি? মাটির নীচে—একসপ্তাহ—তবু যে কোন মানুষ বাঁচ্‌তে পারে, ইহা আমার বুদ্ধির অগম্য।

দে। তা' মিথ্যা বল নাই, এরূপ স্থলে সাধারণ লোকের পক্ষে জীবিত থাকা অসম্ভব।

রা। দেবেন্দ্র বাবু, মৃত্যুর কাছে আবার সাধারণ আর অসাধারণ কি?

দে। তুমি কি আরবদেশের ফকীরদের এরূপ পুনরুত্থান সংক্রান্ত কোন ঘটনার কথা কখনও শোন নাই?

রা। অনেক সময়ে অনেক শুনেছি।

দে। তারা কি করে জান?

রা। হাঁ, কিছু কিছু।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

* * * * *

দেবেন্দ্রবিজয় বলিতে লাগিলেন, "আরবদেশের ফকীরেরা দ্রব্যগুণ প্রক্রিয়ায় আপনাদিগকে এমন চৈতন্যহীন করে যে, বড় বড় ডাক্তারেরা পরীক্ষায় জীবনের কোন চিহ্নই বাহির করিতে পারে না। তার পর সকলের সম্মুখে সেই ফকীরকে সমাধিস্থ করা হয়। ফকীর ইতিপূর্ব্বে একজন এমন চেলা ঠিক ক'রে রাখে যে, ফকীরের স্থিরীকৃত দিবসাবধি—সম্ভবতঃ একমাস সেই কবরের উপর সতত দৃষ্টি রাখে। তার পর নির্দ্দিষ্ট দিনে ফকীরের পুনরুত্থান হয়। পরক্ষণেই সেই ফকীরের মৃতকল্প দেহে চৈতন্যচিহ্ন প্রকাশ পায়; তার পর সে উঠে, বসে, কথা কহে, স্বচ্ছন্দচিত্তে এদিকে ওদিকে বেড়াইতে পারে; মোট কথা—সে পূর্ব্বে যেমন ছিল, তেমনই হইয়া উঠে।"

রা। [সহাস্যে] যাদের সমক্ষে এ কাণ্ড হয়, তারা গাধা।

দে। আমাকেও কি 'গাধা' ব'লে তোমার বিবেচনা হয়?

রা। না।

দে। না কেন? আমিই স্বচক্ষে এমন কাণ্ড অনেক দেখেছি; আমি এ ঘটনা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি: এ ঘটনা অসম্ভব নয়।

রা। বেশ, এখন ব্যাপার কি বল, তোমার সুদীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা যে আর ফুরায় না।

দে। ডাক্তার ফুলসাহেব অনেকদিন আরবদেশে ছিল; তার পর

কামরূপ ঘুরে আসে। সে নানা প্রকার দ্রব্যগুণ ও মন্ত্রাদি জান্‌ত—তার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল।

রা। তা' সে সকলকে প্রচুর পরিমাণে দেখিয়ে মরেছে

দে। জুমেলিয়া তারই ছাত্রী—শুধু ছাত্রী নয়, স্ত্রী।

রা। হাঁ জানি, জুমেলিয়া বড় সহজ মেয়ে ছিল না।

দে। শিক্ষকের চেয়ে ছাত্রীর শিক্ষা আরও বেশি।

রা। হ'তে পারে, কি হয়েছে তা' ?

দে। জুমেলিয়া—সেই নারী-পিশাচী এখনও মরেনি।

রা। [সবিস্ময়ে] বল কি হে !

দে। আমি সেই কথাই তোমাকে বল্‌তে এসেছি। যদি সে বেঁচে থাকে, অবশ্যই তুমি শীঘ্রই তা' জান্‌তে পার্‌বে। সে বড় সহজ স্ত্রীলোক নয়, নিজের হাতে সে অসংখ্য নরহত্যা করেছে। সে এখন জীবিত কি মৃত, তুমি তার গোর খুঁড়ে দেখ্‌লেই জান্‌তে পার্‌বে।

রা। কতদিন তাকে গোর দেওয়া হয়েছে ?

দে। আজ বৈকালে ঠিক উনচল্লিশ দিন পূর্ণ হবে।

রা। না না ; যে মৃতদেহ এতদিন গোরের ভিতর রয়েছে—তা' আবার টেনে বার করা যুক্তিসিদ্ধ ব'লে বিবেচনা করি না।

দে। মৃতদেহ ! মৃতদেহ পাবে কোথায় তুমি ? দেখ্‌বে, কবর শূন্য প'ড়ে আছে।

রা। এ খেয়াল বোধ হয়, তোমার সম্প্রতি হ'য়ে থাক্‌বে।

দে। হাঁ, সম্প্রতি।

রা। দেবেন্দ্র বাবু, ব্যাপারটা কি হয়েছে বল দেখি।

দে। শ্রীশচন্দ্র নামে একটি চতুর ছোক্‌রা আমার কাছে শিক্ষানবীশ আছে। "১৭—ক" পুলিন্দার কেসে সে আমার অনেক

সহায়তা করেছে। যে গোরস্থানে জুমেলিয়াকে গোর্ দেওয়া হয়েছে, সেই গোরস্থানে কাল শ্রীশচন্দ্র বেড়াতে যায়। ফিরে আস্‌বার সময়ে জুমেলিয়ার কবর দেখ্‌তে যায়; জুমেলিয়া তাকে যেরূপ বিপদে ফেলেছিল, তাতে সে জুমেলিয়াকে কখনও ভুল্‌তে পার্‌বে ব'লে বোধ হয় না। শ্রীশচন্দ্রের যদিও বয়স বেশী নয়, বেশ চতুর বটে—আর দৃষ্টিটাও যে বেশ তীক্ষ্ণ আছে, এ কথা স্বীকার করা যায়। জুমেলিয়ার কবরটার উপরকার মাটিগুলো আল্‌গা আল্‌গা দেখে তার মনে কেমন একটা সন্দেহ হয়; তার পর সে এক টুক্‌রা কাগজ সেইখানে কুড়িয়ে পায়; তাতে তার সেই সন্দেহ বদ্ধমূল হয়; সেই কাগজ টুক্‌রায় জুমেলিয়ার নাম লিখা ছিল। তার পর সে আর টুক্‌রাগুলির সন্ধান কর্‌তে লাগ্‌ল; সেইরূপ ছোট ছোট টুক্‌রা কাগজ চারিদিকে অনেক ছড়ান রয়েছে দেখ্‌তে পেলে। সেদিন সে কেবল সেই কাগজ টুক্‌রা-গুলি বেছে বেছে সংগ্রহ ক'রে বাড়ী ফিরে আসে। সে আমাকেও সকল কথা তখন কিছুই বলে নাই, নিজেই সে সেই ছোট ছোট কাগজগুলি ঠিক ক'রে সাজিয়ে আর একখানা কাগজে গঁদ্ দিয়ে জুড়ে রাখে।

রা। শ্রীশচন্দ্র টুক্‌রা কাগজগুলো ঠিক সাজাতে পেরেছিল ?

দে। পেরেছিল।

রা। কেমন লোকের ছাত্র! ভাল, তার পর ?

দে। কাল রাত্রে আমার হাতে সে সেই পত্রখানা এনে দেয়; তেমন আশ্চর্য্য পত্র আমি কখনও দেখি নাই।

রা। কিরূপ আশ্চর্য্য শুন্‌তে পাই না কি ?

দে। আমার কাছেই আছে, শ্রীশ সেই ছিন্নপত্রখানা বেশ পাঠোপ-যোগী ক'রেই আমার হাতে দিয়েছে। আগেকার টুক্‌রাগুলি পাওয়া

যায় নাই। মধ্যেরও দু-এক টুক্‌রা পাওয়া যায় নাই, শ্রীশ নিজে সেই-সেইখানে কথার ভাবে আন্দাজ ক'রে ঠিক কথাগুলি বসিয়েছে; প'ড়ে দেখ। [পত্র প্রদান]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অভিনব পত্র

পত্রে লেখা ছিল ;—

"————হইল না। অপেক্ষা করিবার সময় নাই, থাকিলে করিতাম—কি করিব, দুর্ভাগ্যবশতঃ তোমার সহিত দেখা হইল না। আমি কোন বিশেষ প্রয়োজনে বালিগঞ্জের দিকে চলিলাম। হয় ত সেখানে আমি ধরা পড়িতে পারি, যদি ধরা পড়ি, আমি সেইরূপে আত্মহত্যা করিব; তুমি তা' জান। আমার মৃত্যুর দিন হইতে ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত আমি কবরের মধ্যেও জীবিত থাকিব; সেই সময়ের মধ্যে তুমি আমায় উদ্ধার করিবে। যদি আমাকে উদ্ধার করিতে তোমার আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক রাত্রি পূর্ব্বে বরং চেষ্টা পাইবে, যেন নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক রাত্রি পরে চেষ্টা না পাও; তাহা হইলে সে চেষ্টা বিফল হইবে।

কবর হইতে আমাকে বাহির করিয়া যদি দেখ, দাঁতকপাটী লাগিয়াছে, তবে জোর করিয়া ছাড়াইবে। তাহার পর সেই শিশি হইতে আট ফোঁটা ঔষধ আমার মুখে দিবে। যেন আট ফোঁটার এক ফোঁটা কম কি বেশি না হয়, খুব সাবধান।

তাহার পর আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল আধ ঘণ্টা অপেক্ষা [illegible]বে। তুমি যদি আমার এই সকল অনুরোধ উপেক্ষা না কর, আধ [illegible]ার পর আমি তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পারিব। তুমি বলিয়াছ, [illegible]ামাকে প্রাণের সহিত ভালবাস। এমন কি, যদি আমি তোমার স্ত্রী হই, তুমি আমার আগেকার অসংখ্য পাপ—যে সকল আমি স্বহস্তে করিয়াছি, তুমি গ্রাহ্যই করিবে না।

বাঁচাও—আমায় রক্ষা কর; আমি তোমারই হইব। স্মরণ থাকে যেন—পূর্ণমাত্রায় ত্রিশ দিন—এক পল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে আর তুমি আমায় কিছুতেই বাঁচাইতে পারিবে না—আমি মরিব।

তুমি আমার জীবন দান কর—এ জীবন চিরকাল তোমারই অধিকারে থাকিবে।

তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী

জুমেলা।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বন্দোবস্ত

রামকৃষ্ণ বাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, “একি অদ্ভুত কাণ্ড! দেবেন্দ্র বাবু, সত্যই সে কবর থেকে উঠে গেছে নাকি?”

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, “আমার ত তাহাই বিশ্বাস।”

“কখনও তা’ হ’তে পারে?”

“হ’তে পারে কি? হয়েছে।”

“শ্রীশচন্দ্র একটা বড় ভুল করেছে, যার নামে পত্র লেখা হয়েছে,

তার নামটা যদি সেই সকল টুক্‌রা কাগজগুলা থেকে কোন রকমে বে'র করতে পার্‌ত—বড়ই ভাল হ'ত।"

"সন্ধান করেছিল, পায় নাই। এখন এক কথা হচ্ছে, রামকৃষ্ণ বাবু।"

"কি?"

"এস, আমরা জুমেলিয়ার কবরটা আগে খুলে দেখি, ব্যাপার কি দাঁড়িয়েছে; তার পর অন্য কথা।"

"বেশ, আমি প্রস্তুত আছি।"

"আজই বৈকালে।"

"হাঁ।"

"বেলা তিনটার সময়ে এখানেই হ'ক, কি সেখানেই হ'ক, আমাদের দেখা হবে।"

"এখানে তুমি ঠিক বেলা দুটার সময়ে অতি অবশ্য আস্‌বে; যাবার সময়ে গঙ্গাধরকে সঙ্গে নেওয়া যাবে। পথে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে তাঁর বাড়ী হ'তে গাড়ীতে তুলে লইব, তার পর সকলে মিলে গোরস্থানে যাওয়া যাবে।"

"আমার গাড়ী আমি নিয়ে আস্‌ব, সেজন্য তোমাকে ভাব্‌তে হবে না; আমি ঠিক সময়েই আস্‌ব। পারি যদি শচীন্দ্রকে সঙ্গে আন্‌ব। তুমি ইতিমধ্যে ঠিক বন্দোবস্ত ক'রে ফেল।"

"এদিক্‌কার যোগাড় আমি সব ঠিক ক'রে রাখ্‌ব।"

"দেখো, আমার কথা যেন স্মরণ থাকে; নিশ্চয়ই কবর-গহ্বর শূন্য প'ড়ে আছে, দেখ্‌তে পাবে।"

"বেশ বেশ, দেখা যাবে, দেবেন্দ্র বাবু।"

"জুমেলিয়া তার মৃত্যুর পরও আমার অনুসরণ করবে ব'লে ভয় দেখিয়েছিল—সে কথা কি আমি তোমায় আগে বলি নাই?"

তা পিরে সুন্দর ওড়্‌না। টিকল নাসিকায় একটি ক্ষুদ্র নথ, একগাছি
ধুরে ... দিয়া নথ হইতে কর্ণে টানা বাঁধা। রমণী চম্পকবরণী, তাহাতে
দেবেন্দ্র ...না; তাহার অনন্তরূপে সৌন্দর্য্যরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া
ভগিনী আ... এই সুন্দরীর নাম খিরোজা বাই।

ছদ্মবেশী দেবেন্দ্রবিজয়ের সম্মুখীন হইয়া খিরোজা বাই জিজ্ঞাসিল, "কে মহাশয়? কাহাকে খুঁজেন?"

চাষী দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "এখানে কবীরুদ্দীন নামে কেহ থাকে কি?"

খিরোজা। হাঁ মহাশয়, থাকে বটে।

দেবেন্দ্র। তার সঙ্গে কি এখন আমার দেখা হইতে পারে?

খি। না, তিনি আজ তিন-চারিদিন কোথায় গেছেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁহার চলিয়া যাইবার পরে তাঁহার এক ভগ্নী আসিয়াছেন; তিনিও তাঁহার দাদার সহিত দেখা করিবার জন্য এখনও অপেক্ষা করিতেছেন।

দে। কোন্ দিন কবীর ফিরিবে, তা' কি তাহার ভগ্নী জানে?

খি। বলিতে পারি না।

দে। তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি?

খি। আপনি অপেক্ষা করুন, আমি জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি।

দে। কোথায়, কোন্ ঘরে কবীর থাকে?

খি। ত্রিতলের একটা বড় ঘর তিনি ভাড়া নিয়েছেন।

দে। কবীরের ভগ্নী আমার পর নয়, আমি তার কাকা হই; তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে উপরে যেতে আমার বাধা কি? তুমিও আমার সঙ্গে এস।

্যাপার কি

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ছদ্মবেশে

ফিরোজা বাই দেবেন্দ্রবিজয়কে সঙ্গে লইয়া ত্রিতলে উঠিল; তথায় যে কক্ষ কবীরুদ্দীনের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা দেখাইয়া বাহিরে দণ্ডায়মান রহিল।

দেবেন্দ্রবিজয় সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যে কেহ নাই। একপার্শ্বে একখানা টেবিল—তন্নিকটে একখানা চেয়ার পড়িয়া রহিয়াছে। দেবেন্দ্রবিজয় টেবিলের উপর দুইখানি পত্র পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। ফিরোজাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কই, কেহ নাই ত!"

"চলে গেছেন—কখন গেলেন! কি আশ্চর্য্য, একি কথা! আমাকে কিছু ব'লে যান্ ত।" এই বলিয়া ফিরোজা বাই সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল; বলিল, "তিনি ত বলিয়াছিলেন, তাঁহার দাদার সঙ্গে দেখা না ক'রে যাইবেন না।"

কক্ষমধ্যে টেবিলের উপর যে দুইখানি পত্র পড়িয়াছিল, তদুভয়ের একখানি ফিরোজা বাইএর, অপরখানি ডিটেক্‌টিভ দেবেন্দ্রবিজয়ের নামে।

"দুইখানি পত্র রেখে গেছে—একখানি ত আমার দেখ্‌ছি; অপরখানি বুঝি তোমার—এই লও," বলিয়া দেবেন্দ্রবিজয় একখানি নিজে লইয়া অপরখানি ফিরোজার হাতে দিলেন।

থিরোজা বাই বলিল, "তাই ত, আপনার জন্যও একখানা লিখে রেখে গেছেন; আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, এ ইচ্ছা বোধ হয় তাঁর নাই।"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "কবীরের না থাকতে পারে; কিন্তু তার ভগিনী আমার ভয়ে পালাবে কেন? কবীর যে পালাবে, তা' আমি জানি। কবীর ভারি বখাটে, যতদূর ফিচেল্ ছোক্‌রা হ'তে হয়—ছোঁড়াটা আমাকে চিরকাল জ্বালিয়ে মার্‌লে!"

থিরোজা বাই তখনই তাহার পত্রখানি আপন-মনে পাঠ করিতে লাগিল। দেবেন্দ্রবিজয় নিজের পত্রখানি নিজের চোখের সম্মুখে ধরিলেন বটে, কিন্তু দৃষ্টি রাখিলেন—থিরোজার পত্রের উপর। থিরোজার পত্রে বড় বেশি কিছু লেখা ছিল না, কেবল দুই-একটা বাজে কথামাত্র।

"তাই ত, লোকটি এখন কিছু দিনের জন্য এখান থেকে চ'লে গেলেন; ব্যাপার কি, কিছু ত বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। লিখ্‌ছেন, তাঁর ভাই কবীর এখন আর ফির্‌বেন না।" থিরোজা বাই এই বলিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের মুখের দিকে চাহিল।

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "কোথায় গেল, তা' কিছু তোমার পত্রে লিখে নাই?"

"না, কই আমার পত্রে ত তা' কিছু লেখেন নাই—আপনার পত্রে?"

"কিছু না—কিছু না।"

"কি জানি, তাঁদের মনের কথা কি?"

"আমার ভয়েই তা'রা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।"

"কেন, আপনাকে তাঁদের এত ভয় কেন?"

"আছে, একটা মস্ত ভয়ের কাজ কবীর ক'রে ফেলেছে।"

"কি রকম! কি রকম?"

"ইদানীং সে কি বড় ভাবৃত, বড় খিটখিটে মেজাজ হ'য়ে পড়েছিল?"

"হাঁ, তা' কতকটা হয়েছিল বটে।"

"মুখখানা শুকিয়ে আম্‌সী হ'য়ে গেছ্‌ল কি না, বল দেখি।"

"হাঁ মুখখানা কেমন এক রকম ফ্যাঁকাশে ফাঁকাশে দেখাত।"

"বড় একটা কারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা, কি কোন বিষয়ে গল্পসল্প কর্‌ত না?"

"না, একেবারেই তিনি মুখ বন্ধ করেছিলেন।"

"কতদিন তুমি তাকে এ রকম দেখে আস্‌ছ?"

"প্রায় সপ্তাহ তিনেক।"

"এর ভিতর অনেক কথা আছে—শোন ত, বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

"বলুন।"

"হাঁ, তিন সপ্তাহ হবে, কবীর অন্য আর একজনের নামে একখানা দলিলে জাল সই করেছে।"

"জাল!"

"হাঁ, জাল; এখন সেই কথা আদালতে উঠিবার উপক্রম হয়েছে—সব প্রকাশ হয়েছে।"

"অ্যাঁ, তবে ত বড় সর্ব্বনেশে কথা!"

"হাঁ, তবে একটা উপায় আছে।"

"কি?"

"সে যে নাম সহি করেছে, সে আমারই নাম।"

"তার পর?"

"তাই আমি তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিলেম; এখন আমি তার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌তে প্রস্তুত আছি; তার এ কলঙ্কের কথা ভুলে যেতে প্রস্তুত আছি; তার জন্য—তার এই বিপদুদ্ধারের জন্য আমি শতাবধি টাকা সঙ্গেও এনেছি; মনে করেছিলেম, তাকে সেইগুলো

তাঁ'র শ্রীযুক্ত বিষয়তে আর এমন বদ্ খেয়ালীতে হাত না দেয়, তা' বুঝিয়ে বলো।

"আপনার বড়ই সদাশয়, বড়ই দয়ালু আপনি।"

"দয়ালু হ'লে কি হবে? সে যে পাজীর পা-ঝাড়া—সে কি আমার দয়া চায়—না আমাকে মানে? বেকুব্—বেকুব্—বড়ই বেকুব্। বড় দুঃখের বিষয়, আমি তাকে কত ভালবাসি, তা' সে একদিনও মনে বুঝে দেখ্‌লে না। যাই হ'ক, তুমি একটু অনুগ্রহ—"

[বাধা দিয়া] "কি বলুন, অনুগ্রহ আবার কি?"

"সে কিম্বা তার সেই ভগিনী, আবার এখানে ফিরে আস্‌তে পারে।"

"আমার তা' ত বিশ্বাস হয় না।"

"চিঠী-পত্রও তোমাকে লিখ্‌তে পারে।"

"তা' লিখ্‌তে পারেন' সম্ভব।"

"তা সে লিখ্‌বেই লিখ্‌বে।"

"বেশ বেশ, তা' হ'লে আমি তাঁকে পত্রদ্বারা আপনার কথা জানাব।"

"না, ফিরোজা বিবি, তা' হ'লে বড় মুস্কিল বেধে যাবে, সে ভারী একগুঁয়ে—ভারী বেয়াড়া বদ্‌স্বভাব তার, আমার কথা এখন তার কাছে কিছুতে প্রকাশ করো না—তাকে কিছু এখন বলো না—সে কোথায় থাকে, কেবল তাই তুমি আমাকে পত্র লিখে জানাবে, তা' হ'লেই আমি তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে পার্‌ব। আমার জন্য যে পত্রখানা রেখে গেছে, সে পত্রের কথা যদি জিজ্ঞাসা করে, তুমি জানি না ব'লে একেবারে উড়িয়ে দিয়ো। দাও, তোমার পত্রের একপাশে আমার ঠিকানাটা লিখে দিয়ে যাই।" এই বলিয়া দেবেন্দ্রবিজয় ফিরোজার হস্তস্থিত পত্রখানি লইয়া তাহার একপার্শ্বে উপেন্দ্রনাথের

অপ্রকৃত নামে নিজের ঠিকানা লিখিয়া দিলেন। বলিলেন আসি—সেলাম।”

“সেলাম।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জুমেলিয়ার পত্র

“মায়াবিনী জুমেলা, যথার্থই মায়াবিনী!” দেবেন্দ্রবিজয় থিরোজার বাটী ত্যাগ করিয়া যখন পথে বহির্গত হইলেন; আপনা-আপনি অনুচ্চস্বরে বলিলেন।

কবর অনুসন্ধান করা হইয়াছে এবং সে যে জীবিত আছে, এ কথা তিনি অবগত হইয়াছেন, তাহা জুমেলিয়া যে জানিতে পারিয়াছে, দেবেন্দ্র-বিজয় অনুভবে তাহা বুঝিয়া লইলেন।

দেবেন্দ্রবিজয় থিরোজা বাইএর বাটীতে যে পত্রখানি পাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সে বিষয়ের যথাসম্ভব প্রমাণও প্রাপ্ত হইলেন। কবীরের বাসায় তাহার ভগ্নী বলিয়া যে সপ্তাহাধিককাল অবস্থিতি করিতেছিল, সে যে জুমেলিয়া ছাড়া আর কেহই নয়, তাহা বুঝিতে দেবেন্দ্রবিজয়ের বড় বিলম্ব হইল না।

পত্রখানি নূতন ধরণের—অতিশয় অলৌকিক। তাহার প্রতি পত্রে জুমেলিয়ার সেই পৈশাচিক হৃদয় এবং কল্পনার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, আমরা তাহা অবিকল লিপিবদ্ধ করিলাম;—

ভাগ্য- শ্রীযুক্ত মরণাপন্ন গোয়েন্দা
হীন।
দেবেন্দ্রবিজয় মিত্র
আমার হতগর্ব্ব প্রতিদ্বন্দ্বী
মহাশয় সমীপেষু ;—

আবার আমরা উভয়ে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ। এইবার তোমার প্রতি আমার ভীষণ আক্রমণ অনিবার্য্য। এ পর্য্যন্ত আমি ধীরে ধীরে, একটির পর একটি করিয়া, এক-একটি কাজ সমাধা করিয়া আসিতেছিলাম ; এবার এখন হইতে তোমার বিরুদ্ধজনক আমার সকল উদ্যম অতি দ্রুত সুসম্পন্ন হইবে।

তুমি কিছুই জান্‌বে না—শুন্‌বে না—জান্‌তেও পার্‌বে না; এমন ভাবে হঠাৎ আমি তোমাকে নিহত করিব। থাম, পত্রপাঠ অবসানের নিমিত্ত একবার বন্ধ ক'রে আগে মনে মনে ভাল ক'রে ভেবে দেখ দেখি, আমি তোমাকে কত ঘৃণা করি—কেমন মেয়ে আমি!

আমি ভাবিয়াছিলাম, আঁধারে আঁধারে—গোপনে আমার এই কার্য্য সিদ্ধ করিব ; তাহা হইল না। আমি জীবিত আছি, তাহা তুমি জানিতে পারিয়াছ। পারিয়াছ? ক্ষতি কি?

আমি ভয় পাইবার—জুজু দেখিয়া আঁৎকে উঠিবার মেয়ে নহি; এ জুমেলিয়া! তোমাকে এক নিমেষে সাত সমুদ্র তের নদীর জল আস্বাদন করাইয়া আনিতে পারে।

গোয়েন্দা মহাশয় গো, এ শক্ত মেয়ের পাল্লা—বড় শক্ত ; বুঝিয়া-সুঝিয়া সুবিধা মত কাজে হাত দিলে ভাল করিতে। তুমি কি করিবে? তোমার পত্নীর বৈধব্য যে অবশ্যম্ভাবী!

জুমেলিয়া কেমন তোমাকে কাণে ধরিয়া ঘুরপাক খাওয়াইতেছে, বুঝিতে পারিতেছ কি? তা' আর পার নাই!

আর বেশি দিন ঘুরিতে হইবে না—শীঘ্রই মরিবে—যমপুরীর [illegible] করিবে। কেন বাপু, প্রাণটি খোয়াইতে জুমেলিয়ার সঙ্গে লাগি[illegible] এই বেলা উইল-পত্র যাহা করিতে হয়, করিয়া ফেল। চিত্রগুপ্তের তালিকা বহিতে তোমার নাম উঠিয়াছে।

যখন তুমি আর তোমার দুই-চারিজন বন্ধু আমার গোর খুঁড়ে শবাধার বাহির কর, ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ আমি সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হই; গোপনে তোমাদের সকল কার্য্যই দেখিয়াছি—সকল কথাই শুনিয়াছি।

কেমন করিয়া তুমি আমার এ গুপ্তচক্র ভেদ করিতে পারিলে,—কেমন করিয়া তুমি গুপ্তসংবাদ জানিতে পারিয়াছিলে, তাহা আমি জানি না; কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছিলাম, থিরোজা বিবির বাড়ীর ঠিকানা অনুসন্ধানে তোমরা পাইবে, এবং তাতে আমি কোথায় থাকিব, তাহা বুঝিয়া লইতে পারিবে।

দেবেন্, তুমি ধূর্ত্ত বটে! বুদ্ধিমান্ বটে! যদি তুমি সৎপথাবলম্বী না হইতে, যদি তুমি বুদ্ধিমান্ হইয়া এমন নির্ব্বোধ না হইতে, আমি তোমাকে সত্য বল্‌ছি, তোমার এই তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্য আমি তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাস্‌তেম।

ডাক্তার ফুলসাহেব ছাড়া আমার সমকক্ষ হইতে পারে, এ পর্য্যন্ত আর কাহাকেও দেখি নাই; কেবল তোমাকে এক্ষণে দেখিতেছি; তা' বলিয়া তোমাকে আমি ভয় করিয়া চলি না—করিবও না; আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জুমেলিয়া ভয় পাইবার মেয়ে নয়।

ফুল সাহেব বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন; তুমি যুবা বটে, কিন্তু বড় ধর্ম্মভীরু। কি ভ্রম, তোমাকে ভালবাসিতে আমার প্রাণ চায়; চাহিলে হইবে কি, তুমি যা' চাহিবে, তা' আমি জানি; তুমি যে আমাকে

ভালবাসিবে না—তা আমি জানি, তাই ত তোমার উপর আমার এত ঘৃণা।

জুমেলিয়া শুধু ঘৃণা করিতে জানে না—জুমেলিয়া শুধু হিংসা করিতে জানে না—জুমেলিয়া শুধু শঠতা করিতে জানে না—জুমেলিয়া ভালবাসিতেও জানে। যদি তুমি আমার প্রতি একবার প্রেম-কটাক্ষপাত করিতে, তাহা হইলে জানিতে পারিতে, জুমেলিয়া কেমন ভালবাসিতে জানে, কেমন সোহাগ করিতে জানে, কেমন আদর করিতে জানে, কেমন স্বর্গীয় সুখসাগরে প্রেমিককে ভাসাইতে জানে। বুঝিতে পারিতে, জুমেলিয়ার মুখচুম্বনে কত সুখ পাওয়া যায়! জুমেলিয়ার বুকে বুক রাখিলে কেমন তৃপ্তি হয়!

তুমি আমাকে মনোরমার বিষয়-সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছ, সেইজন্য আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

আমি তোমাকে ঘৃণা করি—তোমার স্ত্রীকে ঘৃণা করি—শচীন্দ্রকে ঘৃণা করি—শ্রীশচন্দ্রকে ঘৃণা করি—মনোরমাকে ঘৃণা করি—আরও দুই-চারিজনকে ঘৃণা করি।

তুমি আমাকে ভাল রকমে জান; আমি কোন্ অভিপ্রায়ে এত কথা লিখিতেছি, মনে মনে বুঝিয়া দেখিয়ো।

যাহাদের আমি ঘৃণা করি, তাহারা শীঘ্রই মরিবে।

আমি আমার বাসনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বেশ একটা সদুপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছি; যে সময়ে তোমাকে এই পত্র দ্বারা সতর্ক করা হইতেছে, সেই সময়ের মধ্যেই জুমেলিয়ার কাছে তুমি পরাজিত হইলে। সদা সাবধান থাকিয়ো।

আমি তোমার নারী-অরি

জুমেলা।"

নবম পরিচ্ছেদ

কুসংবাদ

পত্রের একস্থানে লিখিত আছে, জুমেলিয়ার প্রাগুক্ত পত্রপাঠ-সময়ের মধ্যেই দেবেন্দ্রবিজয় তাহার নিকটে পরাজিত হইয়াছেন। জুমেলিয়া যদিও মানবী—কিন্তু তাহার কল্পনায়—তাহার অভিরুচিতে—তাহার কেমন করিয়া তুমি আমার এ গুপ্তচক্র [illegible]
আচরণে—[illegible] অপেক্ষাও ভয়ঙ্করা।

দেবেন্দ্রবিজয় নিজের জন্য ভীত নহেন, তাঁহার স্নেহাস্পদগণের জন্য তিনি চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত।

কে জানে, জুমেলিয়া এক্ষণে কাহাকে প্রথম আক্রমণ করিবে? কাহাকে সে প্রথম লক্ষ্য করিবে? দেবেন্দ্রবিজয় পকেটে পত্রখানি রাখিয়া গৃহাভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিলেন।

বাটীর সদর দরজায় শ্রীশচন্দ্র দণ্ডায়মান ছিল, দেবেন্দ্রবিজয়কে দেখিয়া তাহার নয়নদ্বয় আনন্দোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেবেন্দ্রবিজয় তাহা দেখিতে পাইলেন; জিজ্ঞাসিলেন, "শ্রীশ! তুমি এখানে? ব্যাপার কি?"

শ্রীশচন্দ্র উত্তরে কহিল, "যা'ই হ'ক, আপনাকে দেখে এখন ভরসা হ'ল, মাষ্টার মশাই; বড়ই ভাবনা হ'চ্ছিল; মনে করেছিলাম—না জানি, কি সর্ব্বনাশ হয়েছে!"

দেবেন্দ্র। কেন, এ কথা বলিতেছ কেন? কি হইয়াছে?

শ্রীশ। শুনলেম, আপনাকে নাকি কে বিষ খাইয়েছে—আপনার জীবনের আশা নাই।

দে। কে এ সংবাদ দিল? কতক্ষণ এ সংবাদ পেয়েছ?

শ্রী। কেন? প্রায় দুইঘণ্টা হবে।

দে। কে সে সংবাদদাতা?

শ্রী। একজন পাহারাওয়ালা।

দে। সংবাদটা কি?

শ্রী। পাহারাওয়ালাটা এসে বল্‌লে, কে একটা মেয়ে মানুষ আপনাকে বিষ খাইয়েছে; আপনি অজ্ঞান হ'য়ে থানায় প'ড়ে আছেন; আপনার তাতে জীবনসংশয় ভেবে সেখানকার সকলেই ভয় পেয়েছে, সেইজন্য সে তাড়াতাড়ি মামী-মাকে * নিয়ে যেতে এসেছিল।

দে। কোথায় যেতে হবে?

শ্রী। থানায়।

দে। তার সঙ্গে তিনি গেছেন?

শ্রী। না।

দে। ধন্য ঈশ্বর!

শ্রী। মামী-মা তখনই তার সঙ্গে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে শচী দাদা এসে পড়েন।

দে। ঠিক সেই সময়ে?

শ্রী। হাঁ।

দে। ভাল, তার পর?

* শ্রীশচন্দ্র দেবেন্দ্রবিজয়ের পত্নী রেবতীকে শচীন্দ্রের ন্যায় মামী-মা বলিয়া ডাকিত।

"মামী-মা! পত্র পাইবামাত্র আসিবেন; আপনার জন্য একখানা গাড়ী পাঠাইলাম—মামা বাবুর অবস্থা বড় মন্দ।

শচীন্দ্র।"

দশম পরিচ্ছেদ

"৩৫"

দেবেন্দ্রবিজয় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন; বিস্ময়, ক্রোধ ও আশঙ্কা যুগপৎ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল; এখনকার মত যন্ত্রণাময়, ভীষণ অবস্থা তিনি জীবনে আর কখনও ভোগ করেন নাই।

দেবেন্দ্রবিজয় কিঞ্চিৎ চিন্তার পর কহিলেন, "শ্রীশ, সে গাড়ীখানা তুমি দেখেছ?"

শ্রীশচন্দ্র কহিল, "হাঁ, দেখেছি, গাড়ীখানা একেবারে বাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়।"

"শচীন্দ্র প্রায় দুই ঘণ্টা গেছে?"

"হাঁ, দুই ঘণ্টা বেশ হবে।"

"তোমার মামী-মা একঘণ্টা গেছেন?"

"হাঁ।"

"কোথায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তিনি জান্‌তেন?"

"থানায়।"

"যেখানে শচীন্দ্র গেছে?"

"আজ্ঞে, হাঁ।"

"শচীন্দ্র কি যাবার সময়ে গাড়ীতে গিয়াছিল?"

"না, মহাশয়।"

"শচীন্দ্র যখন যায়, তখন পাহারাওয়ালা সঙ্গে গাড়ী আনে নাই?"

"না, গাড়ী দেখি নাই।"

"তবে, হাঁটিয়া গিয়াছে?"

"হাঁ, তিনি দৌড়ে আপনাকে দেখ্‌তে গেলেন।"

"সে পাহারাওয়ালাও তখনই সঙ্গে ফিরে গিয়েছিল কি?"

"আজ্ঞে, গিয়েছিল।"

"শচীন্দ্রের সঙ্গেই গিয়েছিল?"

"না, মাষ্টার মহাশয়, পাহারাওয়ালা অন্য পথ দিয়ে ছুটে গেল।"

"তুমি সে পাহারাওয়ালার কত নম্বর জান?"

"জানি, ৩৫।"

"এখন যদি তুমি সে লোকটাকে দেখ, চিন্‌তে পার?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তবে তুমি এখনই থানায় যাও, আমার নাম করে রামকৃষ্ণ বাবুকে বল যে, আমি এখনই পঁয়ত্রিশ নম্বরের পাহারাওয়ালাকে চাই; তিনি তোমার সঙ্গে যেন তাকে পাঠান।"

তখনই শ্রীশচন্দ্র ঊর্দ্ধশ্বাসে থানার দিকে ছুটিল। দেবেন্দ্রবিজয় বহির্ব্বাটীতে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সম্মুখীন ভীষণ বিপদে হঠাৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে কার্য্য সফল হওয়া দূরে থাকুক, বরং ইষ্ট করিতে বিষময় ফল প্রসব করিবে, তাহা দেবেন্দ্রবিজয় বুঝিলেন।

এখন তাঁহাকে ধীর ও সংযতচিত্তে একটির পর একটি করিয়া

অনেকগুলি কার্য্য তাঁহাকে সম্পন্ন করিতে হইবে। রেবতীকে যে জুমেলিয়া অপহরণ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে দেবেন্দ্রবিজয়ের তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না।

এইজন্যই কি জুমেলিয়া দেবেন্দ্রবিজয়কে পত্রে জানাইয়াছিল যে, তাঁহার পত্রপাঠ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি পরাজিত হইলেন? রেবতী গোয়েন্দা-পত্নী—তাঁহাকে গৃহের বাহির করা বড় সহজ ব্যাপার নহে—বিনায়াসে সমাধা হইবারও নহে, জুমেলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিয়াছে—অতি কৌশলপূর্ণ চাতুরীর খেলা খেলিয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্ধানে

রেবতী যতই কেন বুদ্ধিমতী হউন না, জুমেলিয়ার প্রতারণা-জাল ছিন্ন করা তাঁহার সাধ্যাতীত। যে লোক সংবাদ আনিয়াছিল, সে পাহারাওয়ালা—পুলিসের লোক—বিশেষতঃ সেই স্থানের থানার ও রামকৃষ্ণ বাবুর তাঁবের; তাহাকে রেবতী কি প্রকারে সন্দেহ করিবে? যদি সন্দেহের কিছু থাকিত, শচীন্দ্র পূর্ব্বেই ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রকৃত সংবাদ জানাইত; কিন্তু তাহা না করিয়া সেই শচীন্দ্রই যখন তাঁহাকে যাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছে, তখন আর রেবতীর অবিশ্বাসের কারণ কোথায়?

আরও একটা বিশেষ চিন্তা দেবেন্দ্রবিজয়ের মস্তিষ্ক একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল; শচীন্দ্র এখনও ফিরিল না কেন, জুমেলিয়া কি প্রকারে তাহার প্রত্যাগমনে বাধা ঘটাইল?

পত্রখানি—২ শচীন্দ্রের লিখিত বলিয়া স্থিরীকৃত, সম্পূর্ণরূপে জাল; অবিকল ...র হস্তলিপি, রেবতী তাহাতে সহজেই প্রবঞ্চিত

হইয়াছেন। যাহাতে সামান্যমাত্র সন্দেহের সম্ভাবনা না থাকে, এইজন্য ষড়্‌যন্ত্রকারীরা শচীন্দ্রের প্রস্থানের পর আরও একঘণ্টা সময় অপেক্ষা করিয়া, শচীন্দ্রের নামে জাল পত্র লিখিয়া আনিয়া রেবতীর হস্তে অর্পণ করিয়া থাকিবে।

কি ভয়ানক জটিল চাতুরী! এখন—এমন সময়ে—এই বিপৎকালে দেবেন্দ্রবিজয় অপেক্ষা করিয়া থাকা ভিন্ন আর কি করিবেন? গায়ের জোরে রাস্তায় ছুটিয়া বাহির হইলেই বা কি হইবে—কি উপকার দর্শিবে? কাহাকে উপায় জিজ্ঞাসিবেন? দেবেন্দ্রবিজয় অপেক্ষা আর কে এ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাত আছে?

কাজেই তখন তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে এবং কি করিবেন, তাহাই ভাবিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইল।

দেবেন্দ্রবিজয় ভাবিতে লাগিলেন, "অসম্ভব! শচীন্দ্রকে জুমেলিয়া এই দিনের বেলায় কখনই নিজের করায়ত্ত করিতে সক্ষম হয় নাই; অন্য কোন কৌশলে তাকে মিথ্যানুসরণে দূরে ফেলেছে; তাই সে এখনও ফিরে নাই; পিশাচী জুমেলিয়া সহজে স্বকার্য্য সমাধা করেছে; আপাততঃ কোন সুবিধার অপেক্ষায় থাকা আমার কর্ত্তব্য।"

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীশচন্দ্র ৩৫ নং পাহারাওয়ালাকে সমভিব্যাহারে লইয়া উপস্থিত হইল।

দেবেন্দ্রবিজয় সেই পাহারাওয়ালাকে "তুমি এইখানে বস; এখনই, আমি আস্‌ছি," বলিয়া শ্রীশচন্দ্রকে লইয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন। দেবেন্দ্রবিজয় জিজ্ঞাসিলেন, "শ্রীশ, কি বুঝ্‌লে?"

"এ সে লোক নয়।"

"আমিও তা জানি।"

"এর নাম আবদুল।"

"তুমি একে চেন কি ?"

"ভাল রকম চিনি, ছেলেবেলা থেকে ওকে দেখে আস্‌ছি।"

"চেষ্টা কর্‌লে তোমার উপর কিছু চালাকী চালাতে পারে কি ?"

"না।"

* * * * * *

দেবেন্দ্রবিজয় বৈঠকখানাগৃহে তখনই ফিরিলেন। পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসিলেন, "আব্‌দুল, আড়াই ঘণ্টা পূর্ব্বে তুমি কোথায় ছিলে ?"

পাহারাওয়ালা বলিল, "বাড়ীতে মশাই ?"

"কোথায় তোমার বাড়ী ?"

"এই রাজার বাগানে।"

"আজ কোন জিনিষ তুমি হারিয়েছ ?"

"হাঁ মহাশয়, আমার চাপ্‌রাসখানা।"

"কখন—কেমন ক'রে হারালে ?"

"তখন আমি ঘুমুচ্ছিলেম, একজন লোক এসে আমার স্ত্রীর নিকটে চাপ্‌রাসখানা চায়, তাতে আমার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করে, কোন্ চাপ্‌রাস ?"

"যেখানা পাহারাওয়ালা সাহেব মেরামত কর্‌তে দিবে বলেছিল।"

" 'তিনি এখন ঘুমাচ্ছেন', আমার স্ত্রী তাকে বলে।"

"তাতে সে বলে 'আজ আমার হাত খালি আছে, চাপ্‌রাসখানা ঠিক্-ঠাক্ ক'রে ফেল্‌ব ; এর পর পেরে উঠ্‌ব না ; আজ সন্ধ্যার পরেই অনেক কাজ আস্‌বে ; চাপ্‌রাস কি—এক মাস আমি আর কোন কাজ হাতে কর্‌তে পার্‌ব না ; যদি পার, খুঁজে বা'র ক'রে এনে দাও, দু' ঘণ্টার মধ্যে আমি ঠিক ক'রে দিয়ে যাব।' আমার স্ত্রী তাকে তখন আমার চাপ্‌রাসখানা বার ক'রে দেয়।"

শ। আমি তাকে দেখিনি, তখন সেখানে যারা ছিল, তাদের মুখে শুন্‌লেম, একজন মুসলমান।

দে। সে পালিয়েছে?

শ। হাঁ।

দে। কোথায় লাঠী মেরেছে দেখি, মাথা ফেটে যায় নাই ত?

শ। না, উপরকার একটু চামড়া কেটে গিয়ে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে গেছে। আঘাত সাংঘাতিক নয়—ব্রজেন্দ্রলাল ডাক্তারের ডিস্পেন্সারীর সম্মুখে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ি; ডাক্তার বাবু তখন তথায় ছিলেন। আমাকে তখনই তাঁর ডিস্পেন্সারীতে তুলে নিয়ে গিয়ে যেখানটা কেটে গিয়েছিল, সেখানটায় ঔষধ দিয়ে রক্ত বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। যা'ই হ'ক মামী-মা'র জন্যই আমার সন্ধান নিতে যাওয়া—মামী-মা কোথায়?

দে। নাই—বাড়ীতে নাই।

শ। সে কি!

দে। ষড়্‌যন্ত্রকারীরা আবার লোক পাঠিয়েছিল; তোমার নাম জাল ক'রে একখানা পত্র লিখে পাঠায়।

শ। তবে মামী-মা কি আবার জুমেলিয়ার হাতে পড়েছে?

দে। জুমেলিয়া ভিন্ন কে আর এমন সাহস কর্‌বে? কার সাহস হবে? কে আর দেবেন্দ্রের উপর এমন চাতুরী খেলা খেল্‌তে পারে? আমি এখনই চল্‌লেম।

শ। কোথায়?

দে। রাজার বাগানে নীলু মিস্ত্রীর বাড়ীতে।

শ। সেখানে কেন, মামা-বাবু? কি হয়েছে—আমায় সব কথা ভেঙে বলুন।

দে। আবুদুল পাহারাওয়ালার চাপ্‌রাস্‌ চুরি গেছে, নীলু মিস্ত্রীকে সে চাপ্‌রাস পালিস কর্‌তে দিব বলেছিল; তার অজ্ঞাতে, তার স্ত্রীর কাছ থেকে নীলু মিস্ত্রীর সে চাপরাস চেয়ে নিয়ে যায়; এখন অস্বীকার কর্‌ছে—এখন আমাকে——

দেবেন্দ্রবিজয়ের কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে সদর দরজায় আবার একটা উচ্চ শব্দে আঘাত হইল; তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া শ্রীশচন্দ্র একখানি পত্র হস্তে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, পত্রখানি সে দেবেন্দ্রবিজয়ের হস্তে প্রদান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জুমেলিয়ার দ্বিতীয় পত্র

দেবেন্দ্রবিজয় তখনই পত্রখানি পাঠ করিলেন;—

"দেবেন্দ্রবিজয়!

তোমার স্ত্রী আবার আমার হাতে পড়িয়াছে, আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি কি না, তাহা এখন তোমার উপর নির্ভর করিতেছে। সে এখন আমার কোন ঔষধে—কোন দ্রব্যগুণে অচেতন হইয়া আছে; যদি যথা সময়ে ঠিক সেই ঔষধের কাটান্‌ ঔষধ দেওয়া যায়, তাহা হইলে তোমার স্ত্রীর কোন ক্ষতি হইবে না। তা'র জীবন ও মৃত্যু তোমার হাতে; তুমি জান—তুমি বলিতে পার, সে বাঁচিবে কি মরিবে।

যদি এখন আমি তোমাকে তাহার সেই অজ্ঞান অবস্থায় তোমার হাতে দিই; কোন ডাক্তার, কোন কবিরাজ, যত নামজাদা ভাল চিকিৎসক হউক না কেন, কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। সকলেই তাহাকে মৃত বলিয়াই বিবেচনা করিবে—কিন্তু সে জীবিত আছে।

তোমার নিকট আমার এক প্রস্তাব আছে; আমি জানি, তোমার কথা তুমি ঠিক বজায় রাখিয়া থাক ও রাখিতে পার—প্রস্তাব কি পরে জানিতে পারিবে; আমার প্রাণের ভিতরে এখন আশা ও নৈরাশ্য উভয়ে মিলিয়া বড়ই উৎপাত করিতেছে।

অদ্য রাত ঠিক এগারটার পর বালিগঞ্জের বাগান বাড়ীতে সাক্ষাৎ করিবে; লাহিড়ীদের বাগান, বাগানের পশ্চিম প্রান্তে যে কাঠের ঘর আছে, সেইখানে সাক্ষাৎ করিবে। আসিবার সময়ে সঙ্গে কোন অস্ত্র-শস্ত্র আনিয়ো না; আমার সঙ্গে দেখা হইলে বিনাবাক্যব্যয়ে আমার অনুসরণ করিবে, যেখানে আমি তোমাকে লইয়া যাইব, তোমাকে যাইতে হইবে। ইচ্ছা আছে, তোমার পত্নীকে মুক্তি দিবার জন্য একটা সুপরামর্শ ও সন্ধি স্থির করিব।

যদি তুমি অপর কাহাকেও সঙ্গে লইয়া আইস, আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না—আমাকে দেখিতে পাইবে না; যদি তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করিতে, কি আমার কোন ক্ষতি করিতে চেষ্টা কর, তোমার স্ত্রী অসহায় অবস্থায় অতিশয় যন্ত্রণা পাইয়া দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া মরিবে; কেহই তাহাকে বাঁচাইতে পারিবে না; ইতোমধ্যে যদি তুমি আমাকে হত্যা কর, তোমার স্ত্রীর মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে—তুমি আমাকে জান।

যেখানে যখন সাক্ষাৎ করিতে লিখিলাম, আমি ঠিক সেই সময়ে তোমার সহিত একা আসিয়া দেখা করিব। তোমার নিকটে আমি যে প্রস্তাব করিব, তাহাতে যদি তুমি অসম্মত হও, শেষ ফল কি ঘটে

জানিতে পারিবে। আমি তোমায় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তোমার কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অনিষ্ট ঘটিবে না। তুমি একাকী আসিয়ো, আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। আমার অনুরোধ তোমার নিকটে শেষ হইলে তাহাতে তুমি সম্মত হও বা না হও, স্বচ্ছন্দে তোমার নিজের বাড়ীতে তুমি ফিরিবে। যতক্ষণ না তুমি বাড়ীতে ফিরিয়া যাও, ততক্ষণ জুমেলিয়া তোমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিবে না। তুমি গৃহে উপস্থিত হইলে—যেমন এখন আছ—তোমার যেমন অবস্থা হইতে তোমাকে আমি ডাকিতেছি, যতক্ষণ ঠিক তেমন অবস্থায় না ফিরিবে, ততক্ষণ জুমেলিয়া চুপ্ করিয়া থাকিবে—তোমার কোন অনিষ্ট করিবে না। এমন কি অপর কোন শত্রু কর্তৃক যদি তোমার একটি কেশের অপচয় ঘটিবার কোন সম্ভাবনা দেখে, জুমেলিয়া প্রাণপণে তাহাও হইতে দিবে না।

তুমিই এখন তোমার পত্নীর জীবন রক্ষা করিতে পার; কি প্রকারে পার, তাহা এখন বলিব না; রাত এগারটার পর দেখা করিলে বলিব।

স্মরণ থাকে যেন, তোমার স্ত্রী এখন বাইশ হাত জলে পড়িয়াছে।

তুমি আমাকে জান!

জুমেলা।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

* * * * *

পত্রপাঠ সমাপ্তে দেবেন্দ্রবিজয়ের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল—মলিন মুখ আরও মলিন হইয়া পড়িল; শ্রীশচন্দ্রকে দেবেন্দ্রবিজয় জিজ্ঞাসিলেন, "শ্রীশ, এ পত্র তুমি কোথায় পাইলে ?"

শ্রীশ। বাড়ীর সাম্‌নে।

দেবেন্দ্র। কে দিয়েছে ?

শ্রী। একটা ছোট ছোঁড়া।

দে। সে কোথায় পাইল, জিজ্ঞাসা করেছিলে ?

শ্রী। হাঁ, সে বল্‌লে, একটা বুড়ী এসে তার হাতে পত্রখানা দিয়ে আমাদের বাড়ী দেখিয়ে দেয়; বুড়ী তাহাকে একটা চক্‌চকে টাকা দিয়ে গেছে।

দে। আচ্ছা, এখন তুমি যাও।

শ্রীশচন্দ্র প্রস্থান করিল।

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "পত্রখানা পড়িয়া দেখ।"

শচীন্দ্র মনে মনে পত্রখানি আগাগোড়া পড়িয়া লইল। তৎপরে জিজ্ঞাসিল, "মামা বাবু, আপনি কি তবে সেখানে যাবেন ?"

"হাঁ, যাইতে হইবে বৈকি।"

"যাইয়া কি করিবেন ?"

পরিহাই বা করিব কি ?"

বিপাই বা করিবেন কি ?"

। লিয়া পত্রে সত্যকথাই লিখেছে।"

একথা, তার অন্যান্য সত্যের ন্যায়।"

"র র, বাস, এবার সে পত্রে সত্যকথাই লিখিয়াছে।"

" বা আপনি যাইবেন ?"

" ক

"—প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আপনাকে হত্যা করিবে ?"

"; তা' আমি জানি—মনে আছে।"

"শুধু আপনাকে নয়, মামী-মাকে, শ্রীশকে আর আমাকে।"

"হাঁ।"

"মামা বাবু, এ আবার জুমেলিয়ার নূতন ফাঁদ; এ ফাঁদে মামী-মাকে আর আপনাকে সে আগে ফেলিতে চায়।"

"এ কথা আমি বিশ্বাস করি।"

"তথাপি আপনি যাইবেন ?"

"তথাপি আমি যাইব।"

"আমাকে সঙ্গে লইবেন না ?"

"না।"

"কেন ?"

"তাহা হইলে আমার অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে পারিব না।"

"সে অভিপ্রায় কি ?"

"সময়ে সব জানিতে পারিবে, এখন এই যথেষ্ট; তবে এইটুকু জানিয়া রাখ, ডাকিনী আমাকে ডাকিয়া নিজের মৃত্যুকে ডাকিয়াছে—তার দিন ফুরাইয়াছে।"

"মামা বাবু, আপনি কি তার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন ?"

"কি তার প্রস্তাব, আগে জানি; তার পর সে বিষয়ে মীমাংসা হবে।"

"আমি এখন কি করিব ?"

"কিছুই না।"

"বড় শক্ত কাজ।"

"তা' আমি জানি—থাম বল্‌ছি।"

"বলুন।" মলিন

"সন্ধ্যার একঘণ্টা পরে, তুমি ভিক্ষুকের বেশে ঐ বাগানের ভিতরে যাবে; যে কাঠের ঘরের কথা পত্রে আছে, সেই ঘরের কাছে কোন গাছের আড়ালে লুকাইয়া থাকিবে; দেখিবে, কে কি করে, কে কোথায় যায়। খুব সাবধান, কেউ যেন তোমায় দেখিতে না পায়। আমি রাত এগারটার সময় যাইব।"

"নিরস্ত্র অবস্থায় যাবেন কি ?"

"অস্ত্রছাড়া তোমার মামা বাবু কখনও বাড়ীর বাহির হ'ন নাই—, হবেনও না। আমি যখন জুমেলিয়ার অনুসরণ করিব, তুমিও অলক্ষ্যে আমার অনুসরণ করিবে। কিন্তু দেখিও—খুব সাবধান, যেন তোমাকে তখন সে দেখিতে না পায়, আমি যাইবার সময়ে পকেটে করিয়া কতকগুলি ধান লইয়া যাইব; যে পথে যাইব, সেই পথে আমি সেগুলি ছড়াইতে ছড়াইতে যাইব; সেগুলি ফেলিবার সময়ে বড় একটা শব্দ হ'বার সম্ভাবনা নাই; তুমি সেই ধানগুলির অনুসরণ কর্‌বে, তাহা হইলে আমার অনুসরণ করা হবে।

"বেশ—বেশ।"

"জুমেলা বড় সতর্ক বড়ই চতুর; সে নিজের পথ আগে ভাল

রকম পরিষ্কার না রেখে এ পথে পা দেয় নাই; আগে সে বুঝেছে, তার বিপদের কোন সম্ভাবনা নাই, তার পর আমাকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছে। সে জানে, একবার আমার হাতে পড়িলে তাহার নিস্তার নাই; একবিন্দু দয়াও সে আমার কাছে আশা করিতে পারিবে না। তোমার এখন কাজ হইতেছে, তুমি দেখিবে, সে আত্মরক্ষার জন্য কিরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছে; কে এখন তার সহযোগী হইয়াছে। আমার কথামত ধান দেখিয়া আমার সন্ধান লইবে, যখন সন্ধান পাইবে—যেখানে আমি থাকিব, জানিতে পারিবে, তখন তথায় অপেক্ষা করিবে; যতক্ষণ না আমি তোমাকে ইঙ্গিতে জানাই, ততক্ষণ অপেক্ষা করিবে।"

"কিরূপে ইঙ্গিত করিবেন?"

"যখন উপর্য্যুপরি দুইবার পিস্তলের আওয়াজ হইবে, তখনই তুমি আমার নিকট উপস্থিত হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি পিস্তলের শব্দ শুনিতে না পাও, ততক্ষণ তোমাকে আর কিছু করিতে হইবে না, কেবল অপেক্ষায় থাকিবে।"

"বেশ, আমি আপনার আদেশমতই কাজ করিব।"

"শচি! আমাদের জীবনের এ বড় সহজ উদ্যম নয়; এ উদ্যম বিফল হলে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। এ পর্য্যন্ত আমরা যত ভয়ঙ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে সকলের অপেক্ষা এখন বেশি পরিশ্রম—বেশি বুদ্ধি—বেশি কৌশল আবশ্যক করে। তোমার স্বামী-মার জীবন ত এখন শঙ্কটাপন্ন; এমন কি আমার প্রাণও আজিকার রাত্রির কার্য্যের উপর নির্ভর করিতেছে; প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অথচ স্বেচ্ছায় সে কার্য্য আমাদিগকে যে প্রকারে হউক, মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। আর শচি, যদি সে নারী-দানবী আমাকে পরাস্ত করে—

আমার প্রাণনাশ করে, তুমি রহিলে, তুমি প্রাণপণে চেষ্টা পাইবে; তোমার হাতে তখন আমার সকল কর্ত্তব্য অর্পিত হইবে। যাও শচী, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন—যাও শচী, আমার কথাগুলি যেন বেশ স্মরণ থাকে; সেগুলি যেন ঠিক পালন করিতে পার, আর যদি তোমায় আমায় আর এ জীবনে সাক্ষাৎ না ঘটে, ভাল;—সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আছেন, তিনি তোমায় রক্ষা করিবেন—তিনি তোমার সহায় হইবেন—তিনি তোমার মঙ্গল করিবেন—যাও, শচী।"

শচীন্দ্র ম্লানমুখে আর কোন কথা না বলিয়া, নয়নপ্রান্তের অশ্রু-রেখা মুছিয়া স্থান ত্যাগ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সাক্ষাতে

সেই দিবস রাত্রি সাড়ে দশটার পর দেবেন্দ্রবিজয় বাটী হইতে বাহির হইলেন। লাহিড়ীদের উদ্যানে উপস্থিত হইতে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অতি-বাহিত হইল। এগারটা বাজিতে আর বেশী বিলম্ব নাই! দেবেন্দ্র-বিজয় উদ্যানের পশ্চিম-প্রান্তের নির্দ্দিষ্ট ঘরের সান্নিধ্যে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কেহই তথায় নাই।

স্থানটী সম্পূর্ণরূপে নির্জ্জন এবং নীরব। কেবল কদাচিৎমাত্র ভগ্নবিশ্রাম কোন বিহঙ্গের পক্ষস্পন্দনশব্দ—কোথায় ক্বচিৎ শুষ্কপত্রপাতশব্দ—অতি দূরস্থ কুক্কুররব। বায়ু বহিতেছিল—দেহস্নিগ্ধকর, অতিমন্দ নিঃশব্দবায়ুমাত্র। যামিনী মধুরা, পূর্ণেন্দুবিভাসিতা, একান্ত শব্দমাত্র-

বিহীনা। মাধবী যামিনীর পরিষ্কৃত সুনীলগগনে স্নিগ্ধকিরণময় সুধাংশু নীরবে, ধীরে ধীরে নীলাম্বরসঞ্চারী ক্ষুদ্র শ্বেতাম্বুদখণ্ডগুলি উত্তীর্ণ হইতেছিল।

বৃক্ষমূলপার্শ্বে শচীন্দ্র লুকাইয়াছিল ; দেবেন্দ্রবিজয়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে সেইদিকে পড়িল—শচীন্দ্রও তাহার মাতুল মহাশয়কে দেখিল। উভয়ে উভয়কে দেখিলেন, কেহ কোন কথা কহিলেন না, আবশ্যক বোধ করিলেন না।

কিয়ৎক্ষণপরে ঠিক যখন রাত্রি এগারটা, দেবেন্দ্রবিজয় জ্যোৎস্নালোকে কিয়দ্দূরে এক রমণীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সে মূর্ত্তি তাঁহার দিকে অতি দ্রুতগতিতে আসিতেছে। দেবেন্দ্রবিজয় বুঝিলেন, সে মূর্ত্তি আর কাহারই নহে—সেই পিশাচী জুমেলিয়ার।

জুমেলিয়া দেবেন্দ্রবিজয়কে দূর হইতে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসিল, "এই যে দেবেন্দ্র! এসেছ তুমি।"

দেবেন্দ্রবিজয় কহিলেন, "হাঁ, এসেছি আমি।"

জুমেলিয়া। মনে কিছুমাত্র ভয় হয় নাই?

দেবেন্দ্র। না, কাহাকে ভয় করিব?

জু। কেন, আমাকে?

দে। তোমাকে? না।

জু। তোমার মনে কি এখন কোন ভয় হইতেছে না?

দে। না।

জু। তোমার নিজের কথা বল্‌ছি না; অন্য কাহারও জন্য তোমার ভয় হ'তে পারে। হয়েছে কি?

দে। জুমেলা আমি তোমাকে ভয় করি না।

জু। সঙ্গে কোন অস্ত্র আছে কি?

দে। তুমি যে নিষেধ করিয়াছ।

জু। ঠিক উত্তর হইল না।

দে। হইতে পারে।

জু। তুমি কি সশস্ত্র?

দে। তুমি?

জু। হাঁ।

দে। তবে আমাকেও তাহাই জানিবে।

জু। কই, তা' হ'লে তুমি আমার কথামত কাজ কর নাই।

দে। তোমার কথামত আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি—অস্ত্র থাকু বা না থাক্, তোমার সে কথায় এখন প্রয়োজন কি? যখন আমার হাতে কোন অস্ত্র দেখিবে, তখন জিজ্ঞাসা করিয়ো।

জু। তুমি সঙ্গে অস্ত্র আনিয়াছ কেন?

দে। আবশ্যক হইলে তাহার সদ্ব্যবহার হইবে বলিয়া।

জু। নির্ব্বোধ!

দে। নির্ব্বুদ্ধিতা আমার কি দেখিলে?

জু। আমি কি পূর্ব্বে তোমায় বলি নাই—যদি তুমি আমার আদেশ মত কার্য্য না কর, তোমার স্ত্রী মরিবে?

দে। হাঁ, বলেছিলে।

জু। তবে কেন তোমার এ মতিভ্রম হইল? আমি যদি এখন এখান হইতে চলিয়া যাই—তুমি আমার কি করিবে?

দে। মনে করিলেই এখন আর যাইতে পার না।

জু। কি করিবে?

দে। এক পা সরিলে তোমাকে আমি হত্যা করিব।

জু। নির্ব্বোধ, আবার?

দে। আবার কি?

জু। তোমার নিতান্ত মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে দেখিতেছি—আমাকে হত্যা করিলে তুমি তোমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে হত্যা করিবে, স্মরণ আছে?

দে। তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করিব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বনভূমিতে

"কর, তোমার পদতলে—তোমার নিকটস্থ গুপ্ত অসির সম্মুখে বুক পাতিয়া দিতেছি; কোন অস্ত্র শাণিত করিয়া আনিয়াছ—জুমেলিয়ার বুকে বসাইয়া দাও। নির্দ্দয় দেবেন্—নিষ্ঠুর দেবেন্! সুন্দর বক্ষঃ অস্ত্রে বিদ্ধ করিতে, একজন স্ত্রীলোকের বক্ষঃ অস্ত্রদীর্ণ করিতে যদি তুমি কিছুমাত্র কাতর না হও, তাহাতে যদি তোমার আনন্দ হয়—কর, পাল্লো কর—এই তোমার সম্মুখে বুক পাতিয়া দিলাম।"

এই বলিয়া জুমেলিয়া বক্ষের বসন ও কাঞ্চলী খুলিয়া দূরে ফেলিয়া দিল। জানু পাতিয়া বসিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের সমক্ষে সেই স্নিগ্ধ শশাঙ্ককরে কামদেবের লীলাক্ষেত্রতুল্য পীনোন্নত বক্ষঃ পাতিয়া দিল

পাঠক! একবার ভাবিয়া দেখুন, এ [illegible]তীত! মাথার উপরে নীলানন্ত নির্ম্মল গগনে [illegible]

... ... ছড়াইয়া সুধাহাসি হাসিতেছিল; কাছে—দূরে—এখানে—ওখানে থাকিয়া নক্ষত্রগুলা ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। বৃক্ষাবলীর অগ্রভাগারূঢ়পত্রগুলি ধীর সমীরে হেলিতে-দুলিতেছিল; নিম্নে—পার্শ্বে—পশ্চাতে—দূরে—অতিদূরে অনন্ত নিস্তব্ধতা; সেই ঘোর নীরবতার মধ্যে শশিকিরণে আভূমিপ্রণত শ্যামলতা নীরবে দুলিতেছিল; নীরবে লতাগুল্মমধ্যে শ্বেত, পীত, লোহিত ফুল্লফুলদল বিকসিত ছিল। সেই নির্জ্জন নীরব উদ্যানমধ্যে দেবেন্দ্রবিজয় দণ্ডায়মান; তাঁহার সম্মুখে—দৃষ্টিতলে অর্দ্ধবিবস্ত্রভাবে জুমেলিয়া চন্দ্রকরোজ্জ্বল অনাচ্ছাদিত পীনোন্নত পীবর বক্ষঃ পাতিয়া বসিয়া।

দেবেন্দ্রবিজয় বিচলিত হইলেন, বারেক সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল; প্রত্যেক ধমনীর শোণিত-প্রবাহে যেন একটা অননুভূতপূর্ব্ব বৈদ্যুতিক প্রবাহ মিশিয়া সর্ব্বাঙ্গে অতি দ্রুতবেগে সঞ্চালিত হইতে লাগিল। কি বলিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া দেবেন্দ্রবিজয় নীরবে রহিলেন।

জুমেলিয়া দেবেন্দ্রবিজয়কে নীরবে এবং কিছু বা স্তম্ভিতভাবে থাকিতে দেখিয়া কহিল, "কি দেবেন, নীরব কেন? অস্ত্র বাহির কর; হাত উঠে না কেন? ওঃ! যতদূর তোমাকে আমি নিষ্ঠুর মনে করেছিলাম, এখন বুঝিতে পারিতেছি, ততদূর তুমি নও, তবে অস্ত্র সঙ্গে আনিয়াছ কেন?"

"সময়ে আবশ্যক হইলে সদ্ব্যবহার করিব বলিয়া।"

"বেশ, আপাততঃ তোমার নিকটে যে কোন অস্ত্র আছে, আমার হাতে দিতে পার?"

"না।"

"তবে তোমার নিকটে আমার অন্য প্রস্তাব নাই, তোমার সঙ্গে তবে আমার সন্ধি হইল না।"

"ক্ষতি কি?"

"তবে কি দেবেন, তুমি আমার প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিবে?"

"না, আমি আমার কার্য্যসিদ্ধ করিতে আসিয়াছি।"

দেবেন্দ্রবিজয় এই কথাগুলি স্থির ও গম্ভীরস্বরে বলিলেন। এ স্থৈর্য্য, এ গাম্ভীর্য্য ঝটিকাপূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন স্থির ও গম্ভীরভাব ধারণ করে, তদনুরূপ।

জুমেলিয়া ইহা বিশদরূপে বুঝিতে পারিয়া মনে মনে অত্যন্ত অস্থির হইতে লাগিল; তাহার মনের ভাব তখন বাহিরে কিছু প্রকাশ পাইল না।

জুমেলিয়া বলিল, "থাম, আর এক কথা, এখন তুমি আমার কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করিবে?"

"কি? বল।"

"তুমি আজ তোমার অস্ত্র ব্যবহার করিবে না?"

"যদি না করিতে হয়—করিব না।"

"কি জন্য তুমি অস্ত্র ব্যবহার করিবে, স্থির করিয়াছ?"

"তোমার পত্রে যে সকল কথা স্থিরীকৃত আছে, সেই সকলের মধ্যে যদি একটারও কোন ব্যতিক্রম ঘটে।"

"এই জন্য?"

"হাঁ, আরও কারণ আছে।"

"কি, বল।"

"যদি আমার স্ত্রীর জীবনরক্ষার্থে আবশ্যক হয়।"

"আবশ্যক হইবে না, আমি বলিতেছি—কোন আবশ্যক তোমার অস্ত্র ব্যবহারে তোমার স্ত্রীর জীবনরক্ষার্থ তুমি পাইবে না।"

"তা' হ'লে অস্ত্র ব্যবহার করিব না।"

"নিশ্চয় ?"

"নিশ্চয়।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভিক্ষুক-বেশী

জুমেলিয়া। দেবেন্, কেহ তোমার সঙ্গে এসেছে ?

দেবেন্দ্র। না, তোমার কথামত কাজই করা হয়েছে।

জু। শচীন্দ্র এ সকল বিষয়ের কিছু জানে না ?

দে। তুমি ত জান, সে শয্যাশায়ী হয়েছে।

জু। হাঁ, জানি।

দে। তবে জিজ্ঞাসা করিতেছ, কেন ?

জু। তুমি যে এখানে একাকী আসিয়াছ, এ কথা আমি কিছুতে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।

"তবে অবিশ্বাসের কারণ কি আছে? আমি একাকী আসিয়াছি। তবে আমা দেবেন্, তুমি যতই সতর্ক হও, যতই বুদ্ধিমান্ হও, কিছুতেই "ক্ষত্রিকে ছাপাইয়া উঠিতে পারিবে না ; আমি চক্ষের নিমেষে তোমায় [illegible]করিতে পারি।

দে। পার যদি, করিতেছ না কেন? আমার প্রতি এত দয়া প্রকাশের হেতু কি?

জু। আপাততঃ আমার সে ইচ্ছা নাই, আমিও প্রস্তুত নহি।

দে। জুমেলিয়া, অনর্থক বিলম্বে তোমার অনর্থ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

জু। [সহাস্যে] মাইরি!

দে। শোন—মিথ্যা আমরা সময় নষ্ট করিতেছি ; তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাইবে বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলে না?

জু। হাঁ।

দে। কোথায়?

জু। এমন কোথায় নয় ; এই যে [অঙ্গুলি নির্দ্দেশে] দোতালা বাড়ীখানা দেখিতে পাইতেছ, উহার মধ্যে—ঐখানে তোমার রেবতী আছে। দেখিবে?

দে। চল, দেখিব।

জু। আর একটা প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।

দে। কি, বল।

জু। আমার বিনানুমতিতে এমন কি তুমি তোমার স্ত্রীকে স্পর্শও করিতে পারিবে না।

দে। তাহাই হইবে, সম্মত হ'লেম, চল।

জু। যথেষ্ট।

দে। তবে চল।

জু। এস।

* * * * *

দেবেন্দ্রবিজয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া উদ্যানভূমি অতিক্রম করিয়া জু:মেলিয়া ক্রমশঃ সেই অট্টালিকাভিমুখে চলিল।

সে অট্টালিকা উদ্যানের বাহিরে নয়, উদ্যানমধ্যে—পূর্ব্বপ্রান্তে ; বহুদিন মেরামত না ঘটায় অনেক স্থলে জীর্ণ ও ভগ্নোন্মুখ—অনেক স্থানে বালি খসিয়া ইট বাহির হইয়া পড়িয়াছে—কোন কোন স্থান ইট খসিয়া একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

দেবেন্দ্রবিজয় ও জুমেলিয়া যখন ক্রমশঃ সেই ভগ্নাট্টালিকাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন ভিক্ষুকবেশী শচীন্দ্র বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহির হইল ; কোন্ পথে তাঁহারা কোন্ দিক্ দিয়া যাইতেছেন, তাহা স্থির-দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, এইরূপে প্রায় পাঁচ মিনিট কাটিল। শচীন্দ্র সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

যখন শচীন্দ্র সেইদিকে যাইবার জন্য একপদ সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে ; আর এক ব্যক্তিকে সে সেইদিকে আসিতে দেখিল ; তখনই তাড়াতাড়ি নিজের ছিন্ন শতগ্রন্থিযুক্ত উত্তরীয় বৃক্ষতলে পাতিয়া শয়ন করিল ; কৃত্রিম নিদ্রার ভাণে চক্ষু নিমীলিত করিয়া নাসিকা-স্বর আরম্ভ করিয়া সেই নীরব উদ্যানের নিদ্রিত পক্ষিবৃন্দকে ক্ষণেকের জন্য অত্যন্ত চমকিত ও মুখরিত করিয়া তুলিল।

সে লোকটা অতি শীঘ্রই শচীন্দ্রের নিকটে আসিল ; আসি

সজোরে তাহার স্কন্ধে একটা সোহাগের চপেটাঘাত করিল।

শচীন্দ্র নিমীলিত নেত্রে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল। আবার সেই চপেটাঘাত। নিমীলিতনেত্রেই ভিক্ষুক-বেশী শচীন্দ্র বলিল, "কে বাবা তুমি, পথ দেখ না, বাবা।"

সোহাগের সেই চপেটাঘাতের শব্দটা পূর্ব্বাপেক্ষা এবার কিঞ্চিৎ পরিমাণে উচ্চে উঠিল। শচীন্দ্র বলিল, "কে বাবা, পাহারাওয়ালাজী নাকি? বাবা, গাছতলায় প'ড়ে একপাশে ঘুমাচ্ছি, তা' তোমার কোমল প্রাণে বুঝি আর সহিল না; আদর ক'রে যে গুরুগম্ভীর চপেটাঘাতগুলি আরম্ভ ক'রে দিয়েছ, তা' আমার অপরাধটা দেখ্‌লে কি?"

আগন্তুক বলিল, "আরে না, আমি পাহারাওয়ালা নই।"

শচীন্দ্র বলিল, "কে বাবা, তবে তুমি! উপদেবতা নাকি? কেন বাবা, গরীব মানুষ—একপাশে প'ড়ে আছি, ঘাঁটাও কেন বাবা? ভদ্র লোকের ঘুমটা ভেঙে দিয়ে তোমার কি এমন চতুর্ব্বর্গ লাভ হবে?"

আগন্তুক বলিল, "আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছি।"

শচীন্দ্র বলিল, "আমাকে জিজ্ঞাসা কেন? আমার চেয়ে মাথায় বড়, ভারিক্কেদরের তালগাছ রয়েছে, কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার থাকে, তাকে করগে; এখান থেকে পথ দেখ না, চাঁদ।"

আগন্তুক। আমি এদিকে এসে পথটা ঠাওর কর্‌তে পার্‌ছি না; যদি তুমি ব'লে দাও, বড় উপকার হয়।

শচীন্দ্র। পথ দেখ; সিধে লোক, সিধে পথ দেখ।

আ। আমি পদ্মপুকুরের দিকে যাব; কোন্ পথ জান কি?

শ। কি, শ্বেতপদ্মের না নীলপদ্মের? আবার কি শ্রীরামরাজা এই ঘোর কলিতে দুর্গোৎসব আরম্ভ করেছে নাকি?

আ। আমাকে পদ্মপুকুরের পথটা ব'লে দাও, আমি তোমাকে একটা পয়সা দিচ্ছি।

শ। কেন বাপু, এতদিনের পর দাতাকর্ণের নামটা আজ হঠাৎ লোপ কর্‌বে?

আ। পাগল নাকি তুমি?

শ। পাঁচজনে মিলে আমাকে তাই করেছে, দাদা; আর খোঁয়াড়ি ধর্‌লে পাগল ত পাগল, সকল দিকেই গোলমাল লেগে যায়। তবে চল্‌লেম মশাই, নমস্কার; ব্রাহ্মণ হও যদি—প্রণাম।

আ। কোথা যাচ্ছ তুমি?

শ। আর কোথা যাব, শুঁড়ি মামার সন্দর্শনে।

শচীন্দ্র তথা হইতে প্রস্থান করিলে অপরদিক্ দিয়া আগন্তুক চলিয়া গেল।

* * * * * *

কিয়ৎপরে আবার উভয়ের উদ্যানের অপরপার্শ্বে সাক্ষাৎ ঘটিল।

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, "কই, শুঁড়ি মামার কাছে গেলে না?"

শচীন্দ্র সবিস্ময়ে বলিল, "তাই ত হে কর্ত্তা, আবার যে তুমি! আবার ঘুরে-ফিরে তোমারই কাছে এসে পড়েছি যে, নিশ্চয়ই পৃথিবী বেটী গোলাকার; নইলে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে ঠিক তোমার কাছে আবার এসে উপস্থিত হ'ব কেন? আসি মশাই, নমস্কার—ব্রাহ্মণ হও যদি—প্রণাম।"

উদ্যান হইতে বহির্গমনের পথ ধরিয়া শচীন্দ্র তথা হইতে প্রস্থান করিল। আগন্তুক অতি তীব্রদৃষ্টিতে—যতক্ষণ তাহাকে দেখিতে পাওয়া

গেল—দেখিতে লাগিল। "না, এ লোকটাকে ভয় কর্‌বার কোন কারণ নাই; মাতাল—আধ-পাগ্‌লা; যাক্‌, আগে ভেবেছিলাম, বুঝি গোয়েন্দার কোন চর-টর হবে।" এই বলিয়া যে পথ দিয়া দেবেন্দ্রবিজয় ও জুমেলিয়া গমন করিয়াছিল, সেই পথে গমন করিতে লাগিল—লোকটা জুমেলিয়ার চর।

তখন ভিক্ষুক-বেশী শচীন্দ্র বেশীদূর যায় নাই। যতক্ষণ না আগন্তুক একেবারে দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল, ততক্ষণ শচীন্দ্র নিকটস্থ একটি বৃক্ষপার্শ্বে লুকাইয়া রহিল; তাহার পর সুবিধা মত গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইল; যে পথ দিয়া আগন্তুক চলিয়া গিয়াছিল, সেই পথ ধরিয়া চলিল।

শচীন্দ্রের গমনকালে বারংবার হস্তস্থিত যষ্টি হস্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়া যাইতে লাগিল; বারংবার সে তাহা ভূতল হইতে আনন্দের হাসি হাসিয়া উঠাইয়া লইতে লাগিল।

এ হাসির কারণ বুঝিয়াছেন কি? দেবেন্দ্রবিজয় যে সকল ধান ছড়াইয়া নিশানা করিয়া গিয়াছিলেন, শচীন্দ্র এক্ষণে যষ্টি উঠাইবার ছলে, সেই সকল ধান দেখিয়া গন্তব্যপথ ধরিয়া চলিয়াছে।

তৃতীয় খণ্ড

পিশাচীর প্রেম

This term is fatal and affrights me.—
James Shirley :—"The Brothers."

"জুমেলা, এ হাস্যোদ্দীপক প্রহসন নয়, পৈশাচিক ঘটনাপূর্ণ বিয়োগান্ত নাটক।"

[মায়াবিনী—৩য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

আর এক ভাব

অনতিবিলম্বে জুমেলিয়া এবং তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া দেবেন্দ্রবিজয় সেই অসংস্কৃত অন্ধকারময় নিভৃত অট্টালিকা-সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

জুমেলিয়া কহিল, "এই বাড়ীর ভিতরে তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

"স্বচ্ছন্দে," দেবেন্দ্রবিজয় প্রত্যুত্তরে কহিলেন।

"রেবতী এখানে আছে।"

"বেশ, আমাকে তার কাছে লইয়া চল।"

"এখন নয়, সুবিধা মত; আগে তোমার সঙ্গে আমার কতকগুলি কথা আছে, এস।"

উভয়ে সেই বাটীমধ্যে প্রবেশিলেন। দেবেন্দ্রবিজয় যেমন অন্ধকারময় প্রাঙ্গণে পড়িলেন, অমনি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে লণ্ঠন বাহির করিলেন,

চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হইল; তদ্দর্শনে জুমেলিয়া একবার শঙ্কিত হইয়া উঠিল—কিছু বলিল না।

তাহার পর উভয়ে উত্তরপার্শ্বস্থিত সোপানাতিক্রম করিয়া দ্বিতলে উঠিলেন; তথাকার একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জুমেলিয়া সেই প্রকোষ্ঠের এক কোণে একটি মোমের বাতি জ্বালাইয়া রাখিল; রাখিয়া বলিল, "দেবেন্দ্রবিজয়, জান কি, কেন আমি তোমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছি?"

"না জানি না।"

"তুমি জান, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তোমাকে হত্যা করিব?"

"জানি।"

"স্নুধু তোমাকে নয়—তোমার সংসর্গে যারা আছে, তাদেরও।"

"তাহাও জানি।"

"তুমি কি বিশ্বাস কর, আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিব?"

"যদি পার—পূর্ণ করিবে।"

"আমি পারি।"

"ক্ষতি কি?"

"কিন্তু, এখন আমার সে ইচ্ছা নাই; আমি তোমার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিতে চাই।"

"বটে! কোন্ বিষয়ে?"

"তুমি সে বিষয়টা কিছু অভিনব, কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিবে। আমি এখনই আমার প্রতিহিংসা হইতে তোমাকে—তোমার স্ত্রীকে—শচীন্দ্রকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত আছি।"

"বটে, এর ভিতরেও তোমার অবশ্যই কোন অভিপ্রায় আছে।"

"হাঁ, যদি তুমি আমার কথা রাখ, আমাকে সাহায্য কর, তাহা

ইচ্ছা করিতেছি—যত পাপ কাজ—সমস্তই ত্যাগ করিব; এখন হইতে সৎস্বভাবা হইব।"

"সে সময় এখন আর আছে কি, জুমেলা?"

"আছে, এখনও অনেক সময় আছে—শুধ্‌রাইবার অনেক সময় আছে।"

"বল।"

"দেখ দেবেন্, তুমি মনে করিলে আমি যাদের প্রাণনাশ করিতে একান্ত ইচ্ছুক, সামান্য উপায়ে তাদের তুমি আমার প্রতিহিংসা হইতে উদ্ধার করিতে পার; সে উপায় কি? তুমি আমার স্বভাবের গতি ফিরাও, আমার মতি ফিরাও—যাতে আমি এখন হইতে সচ্চরিত্রা হ'তে পারি—সেই পথে নিয়ে যাও। তুমি আমাকে সদা-সর্ব্বদা 'পিশাচী' কখন বা 'দানবী' ব'লে থাক, সেই দানবীকে—সেই পিশাচীকে তুমি মনে করিলে দেবী করিতে পার।"

"জুমেলা, তোমার এ সকল কথার অর্থ কি?"

"উত্তর দাও, দেবেন্! আমার কথার ঠিক্ ঠিক্ উত্তর দাও। ঠিক্ ক'রে বল দেখি, আমি কি বড় সুন্দরী।" [মৃদুহাস্যে কটাক্ষ করণ]

"হাঁ, তুমি সুন্দরী, এ কথা কে অস্বীকার করিবে?"

"কেমন সুন্দরী?"

"যদি তোমার অন্তরের জঘন্যতা তোমার মুখে প্রতিফলিত না হইত; দেখিতাম, তুমি সুন্দরী—তোমার মত সুন্দরী আমি কখনও দেখিয়াছি কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিত।"

"মনোরমার * চেয়ে সুন্দরী?"

---

* জুমেলিয়ার জটিল রহস্যপূর্ণ অন্যান্য ঘটনাবলী গ্রন্থকারের "মনোরমা" ও "মায়াবী" নামক পুস্তকে লিখিত হইল। প্রকাশক।

"হাঁ।"

"রেবতীর চেয়ে ?"

"হাঁ।"

"তুমি কি সুন্দরীর সৌন্দর্য্য ভালবাস না ?"

"প্রশংসা করি বটে।"

"যদি আমার অন্তর হ'তে সমস্ত পাপের কালি মুছে যায়, তা' হ'লে আমি তোমার মনোমত সুন্দরী হ'ব কি, দেবেন্ ?"

"না, আমি তোমাকে অত্যন্ত ঘৃণা করি।"

"যদি কোন স্থানে তোমার মন বাঁধা না থাকিত, তা' হ'লে তুমি কি আজ আমাকে ভালবাসিতে পারিতে, দেবেন্ ?"

"না।"

এই কথাটাই চূড়ান্ত হইল, জুমেলিয়ার হৃদয় দুর্ দুর্ করিতে লাগিল, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিধি বন্ধ হইল, মুখমণ্ডল একবার মুহূর্ত্তের জন্য আরক্তিম হইয়া পরক্ষণেই একেবারে কালিমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। কিয়ৎপরে প্রকৃতিস্থ হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদুস্বরে জুমেলিয়া বলিল, "তা' হ'লেও তুমি আমাকে ভালবাসিতে পারিতে না, দেবেন্, তা' হ'লেও না ?"

"না, তা' হ'লেও না।"

"দেবেন্দ্রবিজয় ! আমার বয়স এখন ছত্রিশ বৎসর। এই ছত্রিশ বৎসরের মধ্যে আমাকে অনেকে ভালবেসেছে ; কিন্তু সে সকল লোকের মধ্যে আমি এখন কাহাকেও দেখি নাই, যাহাকে আমি তা'র ভালবাসার প্রতিদানেও কিছু ভালবাসিতে পারি ; কিন্তু তুমি—তুমি তোমাকে দেখে আমার মন একেবারে ধৈর্য্যহীন হ'য়ে পড়েছে। আমাকে ভালবাস না—ভালবাসা ত বহু দূরের কথা—তুমি আমায় [illegible]

পরম শত্রু—তথাপি আমার প্রাণ তোমার পায়ে আশ্রয় পাবার জন্ত একান্ত ব্যাকুল। আমি পূর্ব্বেই জান্‌তে পেরেছিলাম, আমার এ লালসা আশাহীন, তাই আমি তোমাকে হত্যা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম; স্থির করেছিলাম, তোমাকে হত্যা কর্‌তে পার্‌লে হয় ত ভবিষ্যতে এক সময়ে না এক সময়ে তোমাকে ভুলে যেতে পার্‌ব; আজ আমি তোমাকে কেন ডেকেছি জান, দেবেন্? তোমার সঙ্গে আমি একটা বন্দোবস্ত কর্‌তে চাই।"

"কি, বল।"

"আশা করি, তুমি আমার কথা রাখ্‌বে।"

"হাঁ, তোমার কথা রাখ্‌তে আমাকে যদি কোন ক্ষতি-স্বীকার কর্‌তে না হয়, অবশ্যই রাখ্‌ব।"

"তুমি তোমার স্ত্রীকে ভালবাস?"

"হাঁ, ভালবাসি।"

"তুমি তা'র জীবন রক্ষা কর্‌তে ইচ্ছা কর?"

"হাঁ, করি।"

"তার জীবন রক্ষা কর্‌তে তুমি কিছু ত্যাগ স্বীকার কর্‌তে পার?"

"হাঁ, পারি।"

"তুমি তোমার ভালবাসা ত্যাগ কর্‌তে পার?"

"আমি তোমার কথা বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।"

"তুমি তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ কর্‌তে পার?"

"তাকে আমি পরিত্যাগ করিব!"

"হাঁ, তাকে—তোমার স্ত্রীকে—তোমার সেই ভালবাসার সামগ্রীকে না—এক বৎসরের জন্ত; এক বৎসর—বেশি দিন না—চিরকালের না—তুমি তাকে মনে মনে যেমন ভাবেই রাখ, কিন্তু কেবল

এক বৎসরের জন্য তুমি আমার হও। বৎসর ফুরালে তোমাকে আমি মুক্তি দিব; তখন অবাধে তোমার স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে পার্‌বে। এক বৎসর, কেবল একটি মাত্র বৎসর; শেষে আমিও মরিব—তুমিও নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌বে, আমি নিজের বিষে নিজে মরিব; তুমি তখন মুক্তি পাইবে, জুমেলিয়ার হাত হ'তে তুমি আজীবন মুক্ত থাকিবে।"

এই বলিয়া জুমেলিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের দিকে একপদ অগ্রসর হইয়া, জানু পাতিয়া তাঁহার অতি নিকটে অতি দীনভাবে উপবেশন করিল—তখন সে প্রাণের আবেগে মহা উন্মাদিনী।

দেবেন্দ্রবিজয় তাহার অভিনব অভিপ্রায় শুনিয়া চমকিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ তখন প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় শীতল, নীরব ও নিশ্চল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবেগে

জুমেলিয়া বলিতে লাগিল,—"দেবেন্ কত সুখ তা'তে; মরি! মরি! মরি! আমার হও; আমার হও তুমি—এক বৎসরের জন্য। দেখ দেবেন্, আমি প্রাণের মধ্যে—হৃদয়ে হৃদয়ে কেমন সুখের সুন্দর ছবি এঁকেছি। এ কথা মনে কর্‌তে আমার আনন্দের সীমা থাক্‌ছে না; তোমাকে ভালবাস্‌তে হবে না—তুমি আমাকে ভালবাস কি না, সে কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাই না; আমি জানি, আমি এত নির্ব্বোধ নই, তুমি কখনই আমাকে ভালবাস্‌বে না—ভালবাস্‌তেও পার্‌বে না। কিন্তু ছল—ছলনায় আমাকে বুঝায়ো, তুমি আমায় বড় ভালবাস; কেবল একটি বৎসরের জন্য। আমি সাধ ক'রে তোমার প্রতারণায় প্রতারিত হ'তে স্বীকার কর্‌ছি—এ প্রতারণায়ও সুখ আছে। আমি

জানি, আমি যা' আশা করেছি, তা' আশার অতীত। তুমি আমাকে ছলনায় ভুলায়ো যে, তুমি আমায় ভালবাস, আর কিছু না, তাই যথেষ্ট। আমি নিজেকেই বুঝাব যে, তুমি প্রকৃতই আমাকে ভালবাস; তুমি আমার—আমার। রেবতী রক্ষা পাবে, সে তোমার বাড়ীতে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিবে; সেখানে সে তোমার অপেক্ষায় থাক্‌বে, সে কখনই জান্‌তে পার্‌বে না, তার জীবন-রক্ষার্থে তোমায়-আমায় কি বন্দোবস্ত হয়েছে—সে তোমার এ বিষয়ের কোন প্রমাণই পাবে না। বৎসর শেষে তুমি স্বচ্ছন্দে তার কাছে ফিরে যেতে পার্‌বে; তখন যা' তোমার প্রাণ চায়—করিয়ো; যাতে তুমি সুখী হও—হইয়ো। কেবল একবার তুমি ক্ষণেকের জন্য স্বর্গের সুষমার আভাসটুকু আমায় দেখাও, যা' আমি সারাজীবনে কখনও অনুভব করিতে পারি নাই। তোমার স্ত্রী কিছুই জান্‌বে না, কেহই না; কেবল তুমি আর আমি। এক বৎসর পরে তুমি হাস্‌তে হাস্‌তে তার কাছে ফিরে যাবে; আমি মরিব, সত্যসত্যই মরিব; কেবল এ গুপ্তরহস্য তোমারই জ্ঞাত থাকিবে—লোকের কাছে তোমাকে কলঙ্কের ভাগী হইতে হইবে না। জুমেলিয়া উঠিল—আরও দুই পদ অগ্রসর হইয়া দেবেন্দ্রবিজয়কে বাহুবেষ্টিত করিতে চেষ্টা করিল। দেবেন্দ্রবিজয় ঘৃণাভরে তাহাকে সরাইয়া দিলেন।

জুমেলিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় বলিতে লাগিল, "শোন্ দেবেন্, আমি বুঝেছি, আমি মরিব; এ কথা তুমি বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছ না; আমি বৎসর ফুরালে তোমার সাক্ষাতে বিষপান কর্‌ব। যখন আমি ম'রে যাব, কি সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে পড়্‌ব, তখন তুমি শতবার শাণিত ছুরিকা দিয়ে আমার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করো, তা' হ'লে ত তখন তোমার অবিশ্বাসের আর কোন কারণ থাক্‌বে না। এখন আমরা একদিকে—বহুদূরে চ'লে যাব; কেবল এই এক বৎসরের জন্য; আমরা কামরূপেই চ'লে

যাব। আমি যে সকল দ্রব্যগুণ জানি, তোমাকে সকলগুলিই শিখাব; শিখালে সহজেই শিখ্‌তে পার্‌বে; তা'তে তোমার উপকার বই অনুপকার হবে না। তুমি যে দেশ ছেড়ে চ'লে যাবে, সেজন্য একটা কোন ওজর কর্‌লেই চল্‌বে। তোমার স্ত্রীকে সদাসর্ব্বদা তোমার ইচ্ছামত পত্রাদি লিখ্‌তে পার্‌বে; কিন্তু তুমি প্রাণান্তেও তোমার স্ত্রীর নাম আমার কাছে এই এক বৎসরের জন্য করো না; যাতে আমার মনে এমন একটা ধারণা হ'তে পারে যে, তুমি আমাকে ভালবাস না—এমন কিছু আমাকে দেখিয়ো না—জান্‌তে দিয়ো না। আমি ত বলেছি, আমি নিজেকে নিজেই প্রতারিত ক'রে রাখ্‌ব; তুমি আমার হৃদয়ের রাজা হবে—তুমি আমার প্রাণের ঈশ্বর—তুমি আমার সর্ব্বস্ব! তার পর এক বৎসর কেটে গেলে আমি নরকের দিকে চ'লে যাব। তোমাকে এক বৎসর পেয়ে, তোমার বৎসরেক প্রেমালাপে আমি যে সুখলাভ কর্‌ব, তা'তে আমি হাসিমুখেই নরকের দিকে চ'লে যাব। এই এক বৎসর আমার জয়জয়কার দেবেন্! দেবেন্—প্রাণের দেবেন্! তুমি কি আমার মনের কথা—প্রাণের বেদনা বুঝ্‌তে পার্‌ছ না—আমি তোমাকে কতযত্নে আরাধনা কর্‌ছি? তুমি মুখে আমায় ভালবাস, তাতেও আমি সুখী হ'ব—আমি জোর ক'রে বিশ্বাস করিয়া লইব, তুমি আমায় প্রকৃত ভাল-বাস। আমার কথার উত্তর দাও; বল—স্বীকার পাও—প্রতিজ্ঞা কর, আমি তোমাকে যা' বল্‌লেম, তা'তে তোমার আর অমত নাই; আমি এখনি তোমাকে রেবতীর কাছে নিয়ে যাচ্ছি—সে এখন মড়ার মত প'ড়ে আছে। যে ঔষধে তার জ্ঞান হবে, সে ঔষধ আমি তোমার হাতেই দিব, তুমি সেই ঔষধ তাকে খেতে দিয়ো; সেই মুহূর্ত্তেই তা'র জ্ঞান হবে—শরীরের অবস্থা ফিরে যাবে; যেমন তাকে তুমি শেষ দেখা দেখেছ, এখনও ঠিক তাকে তেমনি দেখ্‌বে। অঙ্গীকার কর যদি

নিশ্চয় তোমার স্ত্রীর মৃত্যু হবে; তা' হ'লে তোমার কাছে আমি যেমন সজলনয়নে দাঁড়িয়ে আছি—আর আমার সম্মুখে তুমি যেমন প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে, ইহা যেমন নিশ্চয়—তেমনই নিশ্চয় তা'র মৃত্যু জান্‌বে। জগতের কোন বিজ্ঞান তা'র চৈতন্য সম্পাদন কর্‌তে পার্‌বে না—কোন চিকিৎসক তার জীবন দান কর্‌তে পার্‌বে না। যে ঔষধ প্রক্রিয়ায় সে এখন অচেতন, আমিই কেবল তার প্রতীকারের উপায় জানি। এমন লোক দেখি না, আমার সাহায্য বিনা তাকে বাঁচাইতে পারে। যদি তুমি আমার হাত পা লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ কর; এখনই, এখানে সুতপ্ত লৌহদণ্ড দিয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ ঝলসিত কর, গোছায় গোছায় আমার মাথার চুলগুলি ছিঁড়িয়া ফেল, সাঁড়াশি দিয়ে এক-একটি ক'রে সকল দাঁত মূলোৎপাটিত কর, আমার কর্ণরন্ধ্রে, সর্ব্বাঙ্গে গলিত সীসক ঢেলে দাও—যত প্রকার যন্ত্রণা আছে—যে সকল চিন্তার অতীত—আমাকে দাও, আমার মনের দৃঢ়তা কখনই তুমি নষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না; সে যাতে শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যুমুখে পড়ে, তা' আমি কর্‌ব; তা'তে আমি জান্‌ব, আমার প্রতিহিংসা সফল হয়েছে; তা'তে তোমার মনে যে যন্ত্রণা হবে—সে যন্ত্রণার কাছে আমার শারীরিক যন্ত্রণা তুচ্ছ বিবেচনা কর্‌ব। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা কর্‌ছি, বড় বেশি কিছু নয় দেবেন্, একটি বৎসর মাত্র; এই এক বৎসরের জন্য আমার হও—কেবল আমারই। তার পর তোমার সংসারে সানন্দে তুমি ফিরে যেয়ো—সুখী হয়ো। সম্মত হবে কি? তুমি ত বলিয়াছ, রেবতীর প্রাণরক্ষার্থ তুমি সকলই করিতে পার; কেবল এক বৎসরের জন্য আমি তোমার কাছে তোমাকেই ভিক্ষা চাহিতেছি। উত্তর দিবার আগে বেশ ক'রে ভেবে দেখ—দেবেন্, বেশ ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখ; আমার কথা আমি কিছুতেই

লঙ্ঘন হ'তে দিই নাই; আমার অভিপ্রায়ের একবিন্দু পরিবর্ত্তিত হবে না।"

জুমেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, দেবেন্দ্রবিজয়ের সম্মুখে—সাশ্রুনেত্রে—ম্লানমুখে—স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

দেবেন্দ্রবিজয়ও সেইরূপ স্থিরভাবে রহিলেন, তাঁহার এখনকার মনের অতিশয় অধীরতা মুখে কিছুমাত্র প্রকাশ পাইল না।

জুমেলিয়া জিজ্ঞাসিল, "কি বল, দেবেন্, সম্মত আছ।"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "রেবতী কোথায়?"

জুমেলিয়া। এইখানেই আছে।

দেবেন্দ্র। তার কাছে আমাকে নিয়ে চল।

জু। কি জন্য?

দে। তোমাকে কি উত্তর দিব, আমি তাকে দেখে সে সম্বন্ধে একটা বিবেচনা কর্‌তে পার্‌ব।

জু। আমি এখনি তোমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে পারি।

দে। নিয়ে চল।

জু। তার পর তুমি আমার কথার উত্তর দিবে?

দে। হাঁ।

জু। তবে আমার সঙ্গে এস দেবেন্, তুমি অবশ্যই স্বীকার পাবে; তুমি যেরূপ তাহাকে ভালবাস, তাতে তাকে দেখ্‌লে—তার মুখ দেখ্‌লে কখনই তুমি আমার প্রস্তাবে অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বে না—এস।

* * * * *

জুমেলিয়া দেবেন্দ্রবিজয়কে সঙ্গে লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে গমন করিল।

তথায় প্রকোষ্ঠতলে একখানি ছিন্ন গালিচার উপর মৃতপ্রায় রেবতী পড়িয়া।

রেবতীর মুখমণ্ডল অতিম্লান—ঠিক মৃতের মুখের ন্যায়। তদ্দর্শনে দেবেন্দ্রবিজয় হৃদয়ের মধ্যে একটা অননুভূতপূর্ব্ব, কম্পপ্রদ শৈত্য অনুভব করিলেন; তখনকার মত তাঁহার অর্দ্ধোন্মত্ত অবস্থা আর কখনও ঘটে নাই। তখন তাঁহার প্রাণের ভিতরে কি অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল, তাহর বর্ণনা হয় না; কিন্তু বাহিরে তাঁহার সকলই স্থির—প্রাণে যেন উদ্বেগের কোন কারণই নাই। অতি তীব্রদৃষ্টিতে বারেক জুমেলিয়ার মুখপানে চাহিলেন, তাহার পর নিতান্ত রুক্ষস্বরে বলিলেন, "জুমেলিয়া, আমার উত্তর, 'না'।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"মরে—মরিবে"

'না' এই শব্দমাত্রটীতে সম্ভব জুমেলিয়া খুব বিচলিত ও চমকিত হইয়া উঠিত; কিন্তু তখনকার ভাব জুমেলিয়া অতিকষ্টে দমন করিয়া ফেলিল; কেবল মৃদু হাসিয়া মৃদুগুঞ্জনে বলিল, "ব্যস্ত হয়ো না দেবেন্, বেশ ক'রে ভেবে দেখ।"

বাক্যশেষে তীক্ষ্ণকটাক্ষবিক্ষেপ।

"ভেবে দেখেছি, না।"

"তুমি তবে স্বীকৃত হবে না?"

"না।"

"দেবেন, তুমি না বড় বুদ্ধিমান্ ! তোমার স্ত্রীর এই দশা দেখে তুমি কি এই উত্তর স্থির কর্‌লে, দেবেন্ ?"

"হাঁ।"

"কি দেখে তুমি এমন ভরসা কর্‌ছ ?"

"আমার স্ত্রীর কিছুই হয় নাই, মুখমণ্ডল যদিও ম্লান, তা' ব'লে কালিমাময় বা জ্যোতির্হীন নয়। জুমেলা, যতদূর কদর্য্যতা ঘটিতে পারে—তা' তোমাতে ঘটেছে। যতই তুমি পাপলিপ্ত হও না কেন, পবিত্রতা যে কি জিনিষ, অবশ্যই তা' তুমি জান, তুমি এখনও বলিতেছ, তুমি আমায় ভালবাস ?"

"হাঁ, ভালবাসি দেবেন্, এখনও বল্‌ছি, তোমার জন্য আমি পাগল হইয়াছি।"

"হ'তে পারে ; কিন্তু আমি তোমাকে আন্তরিক ঘৃণা করি।"

"দেবেন্, এই কি তোমার উত্তর ? কঠিন !"

"আমি অন্যায় কিছু বলি নাই ; তুমি আমার কথা ঠিক বুঝিবে কি না জানি না, যদি তুমি প্রকৃত রমণী হইতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতে ; কিন্তু বিধাতা তোমাকে যদিও রমণী করিয়াছেন, রমণী-হৃদয় দিতে সম্পূর্ণ ভুল করিয়াছেন ; আচ্ছা, তুমিই মনে কর, তুমি যেন রেবতী——"

[বাধা দিয়া] "বল বল দেবেন্, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক ; তোমার মুখে এ কথা শুনে আমার হৃদয়ে আনন্দ ধর্‌ছে না।"

দেবেন্দ্রবিজয় বলিতে লাগিলেন, "তুমি যেন রেবতী, তোমার স্বামী তোমাকে অতিশয় ভালবাসেন, তুমি যেন কোন দুর্ঘটনায় ওখানে ঐরূপ মৃতপ্রায় পড়িয়া আছ, এমন সময়ে অন্য একটি স্ত্রীলোক তোমা এইরূপ অবস্থায় তোমার স্বামীর নিকটে এইরূপ একটা জঘন্য অভিপ্রা

প্রকাশ কর্‌ছে ; অথচ তোমার সম্মুখে এখন যা' যা' ঘট্‌ছে, তুমি যেন তা' মনে মনে জান্‌তে পার্‌ছ ; তুমি কি তখন তোমার জীবন-রক্ষার্থ তোমার স্বামীকে সেই রমণীর হাতে সমর্পণ কর্‌তে সম্মত হ'তে পার ? পার কি, জুমেলা ?"

"অ্যাঁ,—না—না—না—না ! কখনই না ! সহস্রবার না !"

"তবে জুমেলা, তুমি কি তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজে, নিজেরই মুখে পাচ্ছ না ? যার প্রাণের পরিবর্ত্তে আমাকে তুমি চাও, সে আমাকে ছাড়িয়া তাহার প্রাণ চাহে না ; আর আমার স্ত্রীকে যদি আমি যথার্থই ভালবাসি, তবে তাহার অনভিপ্রেত কাজে আমার হস্তক্ষেপ করা ঠিক হয় না।"

"তবে কি আমার কথার উত্তর 'না' ? তুমি জান, তা' হ'লে তুমিই তোমার সেই স্ত্রীরই হন্তারক হবে ?"

"তবে তুমি আমার মত্ কিছুতেই ফিরাতে পার্‌বে না, জুমেলা।"

"তবে তুমি আমাকে ঘৃণা কর ?"

"হাঁ, ভাল রকমে।"

"তবে ভাল রকমে রেবতীও মরিবে।"

"মরে—মরিবে।"

"নিশ্চয় মরিবে।"

"তেমনি নিশ্চয়, সে একা মরিবে না।"

"হো—হো—হো [হাস্য] তুমি আমায় বড় ভয় দেখাচ্ছ ?"

"হাঁ।"

জুমেলিয়া আবার হাসিল।

সেই অমঙ্গলজনক—পৈশাচিক তীব্র অট্টহাস্য—নির্জ্জলদগগনবক্ষের

গম্ভীরবজ্রধ্বনিবৎ। জুমেলিয়া বলিল, "তোমাকে আমি কল্পি না—করিতে শিখিও নাই।"

দেবেন্দ্র। যদি না শিখিয়া থাক, আজ শিখিবে।

জুমেলিয়া। কেন?

দে। না শিখিলে আমার কাজ সফল হইবে কি প্রকারে?

জু। তোমার কাজ?

দে। হাঁ।

জু। কি কাজ?

দে। তুমি যে কাজ করিতে আমাকে বলিয়াছ।

জু। আমি তোমায় কি কাজ করিতে বলিয়াছি? বল; তোমার কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

দে। তুমি তোমার জন্য যে যে যন্ত্রণা স্থিরীকৃত করেছ, সেই সকল যন্ত্রণা তোমাকেই আমি ভোগ করাইব। আমি যে মনুষ্য, এ কথা আমি এখন যতদূর ভুলে যেতে পারি, ভুলিব; তোমার উপযুক্ত—তোমারই মত হ'তে—পিশাচ হ'তে চেষ্টা করিব। আমি এখন এক-একটি ক'রে তোমার মস্তকের সকল কেশ—যতক্ষণ না, তোমার ওই ষড়যন্ত্রপূর্ণ মস্তক কেশলেশহীন হয়—ততক্ষণ মূলোৎপাটিত কর্‌ব। তার পর আমার এই ছুরি পুড়িয়ে লাল কর্‌ব, সেখানা তোমার কপালে চেপে ধর্‌ব—দুই গালে চেপে ধর্‌ব—তোমার ওই চক্ষু দুটা উৎপাটিত কর্‌ব।

জুমেলিয়া হাসিতে যাইল—পারিল না।

দেবেন্দ্রবিজয় পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন, "পাছে তুমি নিজের জীবন নিজে বাহির কর, পাছে যদি তোমার কাছে কোন প্রকার বিষ থাকে, আগে তা' কেড়ে নেব, তার পর তোমাকে সেই মুণ্ডিতমস্তক—"।

মুখ—অন্ধ-অবস্থায় পথে ছাড়িয়া দিব—যতক্ষণ তোমার কোন স্বাভাবিক মৃত্যু না ঘটে, ততক্ষণ রাস্তায় অনাহারে ঘুরিবে।"

জু। [সচীৎকারে] তুমি! তুমি এই সকল কর্‌বে?

দে। হাঁ, আমিই এই সব কর্‌ব।

জু। তুমি! দেবেন্দ্রবিজয়!

দে। আঃ, ভুলে যাও কেন, জুমেলা, আমি কেন? দেবেন্দ্রবিজয় ম'রে গেছে, তার দেহে এক পিশাচের অধিষ্ঠান হয়েছে; সেই পিশাচ, যতক্ষণ না তুমি মর, ততক্ষণ তোমাকে নূতন নূতন যন্ত্রণা দিবে; যখন একটু সুস্থ হবে, আবার নূতন নূতন যন্ত্রণা।

জু। [সরোষে] নির্ব্বোধ! তুমি কি মনে করেছ, আমি এই সকল যন্ত্রণা সহ্য কর্‌বার জন্য তোমার কাছে ঠিক এমনি ভালমানুষটির মত চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব?

দে। কি কর্‌বে; মর্‌বে? পার্‌বে না। যদি তুমি আত্মহত্যা কর্‌বার জন্য কোন বিষ বাহির করিতে যাও, পিস্তলের গুলিতে তোমার হাত চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিব; যদি পালাবার জন্য এক পা নড়্‌বে, এখনই এই গুলিতে তোমার পা ভেঙে দিব।

জুমেলিয়া তিরস্কারব্যঞ্জক কর্কশ হাসি হাসিতে লাগিল।

দেবেন্দ্রবিজয় বজ্রনাদে বলিলেন, "জুমেলা, হাসি নয়—আমি মিথ্যা বলি না—শীঘ্র প্রমাণ পাবে।"

"প্রমাণ দেখাও।"

"দেখিবে? তোমার কাণে যে ঐ দুটী দুল্ আছে, ঐ দুটীর মধ্যেও তুমি কৌশলে বিষ সঞ্চয় ক'রে রেখেছ, তোমার ঐ দুল্ দুটীর অস্বাভাবিক গঠন দেখেই তা' বুঝ্‌তে পার্‌ছি—ও দুটী এখনই দূর করাই ভাল।"

বাক্য সমাপ্ত হইতে-না-হইতে দেবেন্দ্রবিজয় উপর্য্যুপরি দুইবার

পিস্তলের শব্দ করিলেন; জুমেলিয়ার কর্ণাভরণ দুটী পিস্তলের গুলিতে ভাঙ্গিয়া দূরে গিয়া পড়িল, এবং কক্ষটি কিয়ৎকালের নিমিত্ত ধূম্রময় হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে দেবেন্দ্রবিজয় পিস্তলটা লুকাইয়া ফেলিলেন।

জুমেলিয়া সভয়ে চীৎকারে দশ পদ পশ্চাতে হঠিয়া গিয়া এক কোণে দাঁড়াইল। যেমন সে হস্তোত্তোলন করিতে যাইবে, দেবেন্দ্রবিজয় কহিলেন, "সাবধান, হাত তুলিয়ো না; এখনি আমি পিস্তলের গুলিতে তোমার হাত ভাঙিয়া দিব। জুমেলা, এ হাস্যোদ্দীপক প্রহসন নয়, পৈশাচিক ঘটনাপূর্ণ বিয়োগান্ত নাটক।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ধরা পড়িল

দুইবার উপর্য্যুপরি পিস্তলের শব্দ করিয়া দেবেন্দ্রবিজয় বুঝিতে পারিলেন, এখনই শচীন্দ্র তথায় উপস্থিত হইবে। পাঠক অবগত আছেন, দুইবার পিস্তলের শব্দ তাঁহাদের একটা নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতমাত্র। শচীন্দ্র তখনই অতি নিঃশব্দে আসিয়া জুমেলিয়ার পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইল। দেবেন্দ্রবিজয় তাহাকে দেখিতে পাইলেন, জুমেলিয়া কিছুই জানিতে পারিল না। এখন আর শচীন্দ্রের সে ভিক্ষুকের বেশ নাই, ইতোমধ্যে তৎপরিবর্ত্তে পুলিসের ইউনিফর্ম ধারণ করিয়াছিল।

দেবেন্দ্রবিজয় কহিলেন, "জুমেলা, তুমি একদিন বলেছিলে না যে, মৃত্যুর পরেও তুমি আমার অনুসরণ কর্‌বে; যদি আমি মরিতাম, আমিও তোমার পিছু নিতাম; ভূতের মত অলক্ষ্যে তোমারও পশ্চাতে দাঁড়াতেম; তুমি কিছুই জান্‌তে পার্‌তে না; তার পর

তোমার হাত দুটা পিছু-মোড়া ক'রে ধর্‌তেম, তোমার আর নড়্‌বার শক্তি থাকৃত না—বুঝ্‌তে পেরেছ ?"

জু। না।

দে। এইবার ?

তখন শচীন্দ্র জুমেলিয়ার হাত দুখানা পিছু-মোড়া করিয়া ধরিল। জুমেলিয়া জোর করিতে লাগিল; চীৎকার করিয়া উঠিল, কিছুতেই শচীন্দ্রের হাত হইতে মুক্তি পাইল না।

জুমেলিয়ার সহিত দেবেন্দ্রবিজয়ের উপর্য্যুক্ত কথোপকথনের যে কথাগুলি নিম্নে কৃষ্ণরেখা দ্বারা চিহ্নিত করা হইল, দেবেন্দ্রবিজয় জুমে-লিয়াকে না বলিয়া প্রকারান্তরে শচীন্দ্রকেই বলিতেছিলেন। শচীন্দ্র আদেশ পালন করিল।

দেবেন্দ্রবিজয় কহিলেন, "জুমেলিয়া, এইবার তুমি অসহায়—পলায়নের কোন উপায় নাই; এইবার আমি তোমার হাতে হাত-কড়ী, পায়ে বেড়ী দিব; তার পর সেই সব যন্ত্রণা তোমাকে দেওয়া হবে।"

তখনই জুমেলিয়াকে হাতকড়ী ও বেড়ী পরাইয়া দেওয়া হইল। তাহার পর দেবেন্দ্রবিজয় তাহাকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া চেয়ারের সহিত লৌহশৃঙ্খলে তাহাকে বন্ধন করিলেন। তখন জুমেলিয়া শচীন্দ্রকে দেখিতে পাইল—এতক্ষণ দেখিতে পায় নাই; বলিল, "পোড়ারমুখ আমার! কই, আমি ত আগে কিছুই জান্‌তে পারি নাই।"

শচীন্দ্র বলিল, "যাকে তুমি পাহারা দিতে বাগানে রেখেছিলে, তাকে

যদি না হাত মুখ বেঁধে গাছতলায় আমি ফেলে রেখে আস্‌তেম—জান্‌তে পার্‌তে, আমি এসেছি। জুমেলিয়া, এখন আমাদের দয়ার উপর তোমার পাপপ্রাণ নির্ভর কর্‌ছে।”

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, “হাঁ, জুমেলা যাকে ভালবাস, এখন তারই দয়ার উপর তোমার জীবন নির্ভর কর্‌ছে।”

জুমেলিয়া। তবে দেবেন্, তুমি তবে আমার সঙ্গে সন্ধি কর্‌তে চাওনা?

দেবেন্দ্র। সন্ধি? না—কেন করিব?

জু। তুমি রেবতীকে রক্ষা করিবে না?

দে। যদি পারি—করিব।

জু। তবে কেন তুমি তাতে সাধ করিয়া ব্যাঘাত ঘটাইতেছ?

দে। কি প্রকারে?

জু। আমার সহিত সন্ধির কোন বন্দোবস্ত না করিয়া।

দে। তুমি ত বলেছ, তাকে পরিত্রাণ দিবে না।

জু। তখন আমি তোমার হাতে পড়ি নাই।

দে। এ কথা নিশ্চয়—আমি ভুলে গেছ্‌লেম; যাতে তার জ্ঞান হয়, এখন সে ঔষধ আমার হাতে দিবে কি?

জু। দিতে পারি, যদি তুমি আমাকে ছেড়ে দাও—আমাকে এখান থেকে পালাবার জন্য আটচল্লিশ ঘণ্টা মাত্র সময় দাও—হাঁ, তাহা হইলে আমি দিতে পারি।

দে। সে আশা বৃথা।

জু। তবে তুমি তোমার স্ত্রীর জীবন রক্ষা করতে অসম্মত?

দে। সে যে রক্ষা পাবে না, এ বিশ্বাস আমার নাই। এবার তোমার যন্ত্রণা আরম্ভ হবে। [শচীন্দ্রের প্রতি] শচী! এখনই এই ছুরি দিয়া জুমেলিয়ার চোখ দুটী উৎপাটন করিয়া ফেল।

জু। [সচীৎকারে] বাঁচাও ! দয়া কর !

দে। কিসের দয়া ?

জু। আমি রেবতীকে বাঁচাতে পারি—বাঁচাব।

দে। বাঁচাও তবে—তাকে।

জু। ছেড়ে দাও আমায়।

দে। সে আশা করো না।

জু। তুমি কি এখন আমার সে প্রস্তাবে সম্মত হবে ?

দে। আমি কিছুতেই সম্মত নই।

জু। তবে আমি কখনই তাকে বাঁচাব না—মরুক্ সে—চুলায় যাক্ সে।

দে। জুমেলা বাঁচাও তাকে ; সে যদি আমাকে তোমায় ছেড়ে দিতে বলে, নিশ্চয় তোমাকে আমি মুক্তি দিব ; মনে বুঝে দেখ, তোমার ভবিষ্যৎ তার হাতে।

জু। রেবতীর ? ভাল যদি সে স্বীকার করে, তুমি আমাকে ছেড়ে দিবে ? আমি এখনই তাকে বাঁচাব। ছেড়ে দাও আমায় ; আমি মিথ্যা বলি না।

দে। না।

জু। তবে কি ক'রে তাকে বাঁচাতে পারি ?

দে। কি কর্‌লে তার জ্ঞান হবে, আমাকে ব'লে দাও—আমিই সে কাজগুলি কর্‌ব—তুমি না। যদি না হয়, তোমার সেই নিজের স্থিরীকৃত যন্ত্রণাগুলি তোমাকে উপভোগ কর্‌তে হবে।

জু। সে যদি বাঁচে, তা' হ'লে তুমি আমাকে ছেড়ে দিবে ?

দে। হাঁ, যদি রেবতী স্বীকার পায়।

জু। যে ঘরে তোমাকে আগে নিয়ে যাই, সেই ঘরে টেবিলের

ভিতরে একটি ছোট কাঠের বাক্স আছে, নিয়ে এস—যেমন আছে, তেমনই নিয়ে আস্‌বে ; সাবধান, যেন খুলিয়ো না।

তখনই দেবেন্দ্রবিজয় সেই বাক্স লইয়া আসিলেন।

জু। ঐ বাক্সের ভিতর থেকে সতের নম্বরের শিশিটা বাহির কর, পাঁচ ফোঁটা ঔষধ রেবতীকে খেতে দাও।

দে। কোন্ ঔষধে তুমি রেবতীকে এখন অজ্ঞান ক'রে রেখেছ—কত নম্বর ?

জু। এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছ কেন ?

দে। প্রয়োজন আছে।

জু। নম্বর সাত।

দে। বেশ, যদি এই সতের নম্বরের ঔষধে কিছু ফল না হয়, তোমাকে সাত নম্বরের ঔষধ জোর করিয়া খাওয়াইব।

জু। ফল হবে।

দেবেন্দ্রবিজয় ধীরে ধীরে রেবতীর অবসন্ন তুষার শীতল মস্তক নিজের ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার মনে যে যন্ত্রণা হইতেছিল, তিনি তেমন যন্ত্রণা ইতিপূর্ব্বে কখনই ভোগ করেন নাই। তাঁহার সেই প্রাণের যন্ত্রণার কোন চিহ্ন মুখমণ্ডলে প্রকটিত হইল না। তাহার পর তিনি রেবতীর মুখ-বিবরে বিন্দু বিন্দু করিয়া সেই শিশিমধ্যস্থিত গাঢ় লোহিত বর্ণের তরল ঔষধ ঢালিতে লাগিলেন

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কাটিতে লাগিল, গৃহ নিস্তব্ধ—কোন শব্দ নাই।

তাহার পর যখন প্রায় একদণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া গেল, সহসা রেবতী চক্ষুরুন্মীলন করিলেন—নিতান্ত বিস্মিতের ন্যায় প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একি ইন্দ্রজাল

চক্ষুরুন্মীলন করিয়া রেবতী যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

জুমেলিয়া রেবতীকে ক্লোরাফর্ম্ম করিয়া এখানে লইয়া আসে ; সে ঘোর কাটিতে-না-কাটিতে সে আবার নিজের অমোঘ ঔষধ প্রয়োগ করে, তাহাতে রেবতী সেই অবধি সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞাহীন। প্রথমে তিনি দেখিলেন, তিনি যে কক্ষে শায়িত আছেন—সে কক্ষ তাঁহার অপরিচিত—তাঁহার সম্মুখে দেবেন্দ্রবিজয় দণ্ডায়মান—দেবেন্দ্রবিজয়ের পার্শ্বে ম্লানমুখে শচীন্দ্র এবং কিছুদূরে হাতে হাতকড়ী, পায়ে বেড়ী দেওয়া লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ জুমেলিয়া একখানি চেয়ারে বিনতমস্তকে বসিয়া।

দেবেন্দ্রবিজয় রেবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ?"

রেবতী। ভাল আছি।

দেবেন্দ্র। উঠিতে পারিবে কি ?

রে। পারিব। [দণ্ডায়মান হওন]

দে। চলিতে পারিবে ?

রে। হাঁ, কেবল মাথাটা একটু ভারি বোধ হচ্ছে।

তাহার পর দেবেন্দ্রবিজয় দুই-একটি কথাতে অতি সংক্ষেপে এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সকলই রেবতীকে বলিলেন ; কেবল জুমেলিয়ার সেই অবৈধ প্রেম-প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করিলেন না ;

তজ্জন্য ডাকিনী জুমেলিয়া বারেক সন্তুষ্টনেত্রে দেবেন্দ্রবিজয়ের মুখপ্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

দেবেন্দ্রবিজয় রেবতীকে বলিলেন, "এখন তোমার হাতে জুমেলার ভবিষ্যতের ভালমন্দ নির্ভর কর্‌ছে; আমি জুমেলার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি, তোমার কথামতে আমি কাজ কর্‌ব; তুমি উহাকে মুক্তি দিতে চাও—দিব, না চাও—না দিব, যা' তোমার ইচ্ছা। স্বীকার করি, জুমেলাই তোমাকে মৃত্যুমুখ থেকে ত্রাণ করেছে, কিন্তু সেই জুমেলাই তোমাকে মৃত্যুমুখে তুলে দিয়েছিল; এখন আমি এখান হতে বাহিরে যাচ্ছি—এখন এখানে থাকা আমার আবশ্যক করে না; আমার সাক্ষাতে জুমেলা তোমার নিকটে কোন প্রার্থনা জানাতে লজ্জিত হবে; তুমিও কিছুই ভালরূপে মীমাংসা ক'রে উঠ্‌তে পার্‌বে না, তবে বাহিরে যাবার আগে তোমাকে একটি কথা ব'লে রাখা প্রয়োজন; সাবধান, তুমি জুমেলিয়াকে স্পর্শ করিয়ো না—এমন কি নিকটেও যাইয়ো না।"

দেবেন্দ্রবিজয় শচীন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া, তথা হইতে বহির্গত হইয়া বাহির হইতে কবাটে শিকল দিলেন। দেবেন্দ্রবিজয় ও শচীন্দ্র বাহিরে অপেক্ষায় রহিলেন।

পনের মিনিট অতিবাহিত হইল, কোন সংবাদ নাই।

আর দশ মিনিট কাটিল—তথাপি কোন সাড়াশব্দ নাই, একটিমাত্র ভিত্তি ব্যবধানে তাঁহারা দণ্ডায়মান; কোন শব্দ নাই। তখন দেবেন্দ্র-বিজয় অস্থির হইতে লাগিলেন। বাহির হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আর আমি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিব, যা' হয়, ঠিক করিয়া

লও।” দেবেন্দ্রবিজয় পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলেন। সেইরূপ নিঃশব্দে আরও পাঁচ মিনিট কাটিল।

দেবেন্দ্রবিজয় তখন সশব্দে সেই কক্ষদ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাকে স্তম্ভিত হইতে হইল, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, মুখ দিয়া কথা বাহির হইতে অনেক বিলম্ব হইল।

যে গৃহমধ্যে তিনি এই কতক্ষণ হস্তপদবদ্ধ জুমেলিয়া এবং রেবতীকে রাখিয়া বাহিরে গিয়াছিলেন, সে কক্ষ শূন্য পড়িয়া আছে।

রেবতী নাই।

জুমেলিয়া নাই।

তাহাদের কোন চিহ্নও নাই।

পাছে ভ্রম হইয়া থাকে, এই সন্দেহে নিদারুণোদ্বেগে দেবেন্দ্রবিজয় উভয় হস্তে উভয় নেত্র মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। একি স্বপ্ন! জুমেলিয়াকে যে চেয়ারে বন্ধন করা হইয়াছিল, সেই চেয়ারের নিকট অগ্রসর হইলেন; দেখিলেন, যে শৃঙ্খলে জুমেলিয়া আবদ্ধ ছিল, সেটা চেয়ারের নীচে পড়িয়া রহিয়াছে; হাতকড়ী ও বেড়ীও সেখানে আছে; তাহা অন্য চাবি দিয়া খুলিয়া ফেলা হইয়াছে।

চেয়ারখানার উপরে এক টুক্‌রা কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে লেখা ছিল;—

“কেমন মজা; বাহবা কি বাহব্বা—আবার যে-কে-সেই! তুমি বোকারাম গোয়েন্দা। আমি আবার স্বাধীন—রেবতী আবার আমার হাতে—পার—ক্ষমতা থাকে তাকে উদ্ধার করিয়ো।

সেই

জুমেলা।”

দেবেন্দ্রবিজয় কহিলেন, "কিরূপে পলাইল? জুমেলা বাঁধা ছিল; কেবল বাঁধা নয়—তার সম্মুখে রেবতীও ছিল। একি ব্যাপার, শচী? শচী, তুমি যে লোকটাকে বাহিরে বেঁধে রেখে এসেছ, সে ত কোন রকমে এদিকে আস্‌তে পারে নাই?"

শচীন্দ্র সেই সন্ধান লইবার জন্য তখনই যেমন লাফাইয়া গৃহ হইতে বাহির হইতে যাইবেন, অমনি আগুনের একটা সুতীব্র ঝট্‌কা আসিয়া তাহাকে তথায় ফেলিয়া দিল। সেই সঙ্গেই 'গ্রুম' করিয়া একটা পিস্তলের শব্দ হইল। মৃতবৎ শচীন্দ্র দেবেন্দ্রবিজয়ের পদপার্শ্বে পতিত হইল। এখন দেবেন্দ্রবিজয় কি করিবেন? এ মুহূর্ত্ত চিন্তার নহে—কার্য্যের। তখনই পিস্তল বাহির করিলেন, যে দিক্ হইতে আগুনের ঝট্‌কা আসিয়াছিল, সেইদিক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল দাগিলেন। তখনই কোন একটা ভারযুক্ত দ্রব্যের পতন শব্দ এবং মনুষ্যের গোঙানি শুনা গেল—তবে পিস্তলের গুলিটা ব্যর্থ যায় নাই।

তখন দেবেন্দ্রবিজয় দ্বারোপরি নিপতিত শচীন্দ্রকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কক্ষের বাহিরে আসিলেন; যেদিক্ হইতে গোঙানি শব্দ আসিতেছিল, সেইদিকে দুই-চারিপদ যাইয়াই দেখিতে পাইলেন, একটা লোক মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে; বুঝিলেন, তখনও লোকটা মরে নাই।

দেবেন্দ্রবিজয় নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শেষ উদ্যম

যখন দেবেন্দ্রবিজয় দেখিলেন, লোকটা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে; জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে ভদ্রলোক! আমি এখন তোমাকে যা' যা' জিজ্ঞাসা কর্‌ব ঠিক্ ঠিক্ তার উত্তর দিবে কি? যদি না দাও, আমার হাত থেকে সহজে নিস্তার পাবে না—তোমার জিহ্বাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিব।"

সেই লোকটা ভয়ে ভয়ে বলিল, "আপনি আমাকে কি জিজ্ঞাসা কর্‌তে চান্?"

দেবেন্দ্র। জুমেলা কি প্রকারে মুক্তি পাইল?

লোক। আমি তাকে মুক্তি দিয়েছি।

দে। সেখানে আর একটী যে স্ত্রীলোক ছিল, সে কিছু বলে নাই?

লো। আমি আগেই তাকে তার অলক্ষ্যে ক্লোরাফর্ম্ম ক'রে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

দে। গাড়ী! কোথাকার গাড়ী?

লো। পূর্ব্বদিক্‌কার পথের ধারে আগে একখানা গাড়ী এনে ঠিক ক'রে রেখেছিলেম।

দে। কার আদেশে?

লো। জুমেলিয়ার।

দে। কি জন্য গাড়ী এনে রেখেছিলে?

লো। জুমেলার মুখে শুন্‌লেম, তার সঙ্গে আপনি কোথা যাবেন বলেছিলেন।

দে। সে গাড়ীতে আর কে আছে ?

লো। গিরিধারী নামে আমারই একজন বন্ধু—আমার সেই বন্ধু-কেই আপনার সঙ্গী লোকটা নীচে বেঁধে ফেলে রেখেছিল ; আমি গিয়ে তাকে উদ্ধার করি ; তার পর আপনাদের এখানকার ব্যাপার চুপিসারে এসে দেখি ; সুবিধাক্রমে কাজ শেষ করি—তা'রা এখন সব চ'লে গেছে।

দে। তুমি গেলে না কেন ? তুমি যে বড় থেকে গেলে ?

লো। আপনাকে খুন কর্‌বার জন্য।

দে। আমাকে খুন করিয়া তোমার লাভ ?

লো। জুমেলিয়ার লাভ।

দে। তাতে তোমার কি ?

লো। জুমেলিয়ার লাভে আমার লাভ।

দে। গাড়ীখানা কোথায় গেল ?

লো। দম্‌দমার দিকে।

দে। দম্‌দমার কোথায়—কোন্ ঠিকানায় ?

লো। ঠিকানা ঠিক জানি না—তবে বেলগাছি ছাড়িয়ে যেতে হবে।

দে। বেলগাছি ছাড়িয়ে কতদূর যেতে হবে ?

লো। শুনেছি, বেশি দূর না—দু-চারখানা বাগানের পরেই একটা গেটওয়ালা বাগান আছে, সেই বাগানের ভিতরে।

দে। ও বুঝেছি ! হরেক্‌রামের বাগান বুঝি ?

লো। হাঁ—হাঁ—ঠিক ঠাওরেছেন।

দে। যদি তা' না হয়—যদি মিথ্যা ব'লে থাক—তোমায় আমি——

বাধা দিয়া আহত ব্যক্তি বলিল, "আমি মিথ্যাকথা বলি নাই।"

দেবেন্দ্রবিজয় জিজ্ঞাসিলেন, জুমেলিয়ার সঙ্গে তোমার আর তোমার বন্ধুর কতদিন পরিচয় হয়েছে ?"

"এক সপ্তাহ হবে।"

"সে বাগানে আর কেউ আছে?"

"একজন দরওয়ান—তার নাম পাহাড় সিং।"

"জুমেলা আর তোমার বন্ধু গিরিধারী কতক্ষণ গেছে?"

"আমি যখন আপনার সঙ্গীকে গুলি করি, তার একটু আগে।"

"আমাকে খুন কর্‌তে তুমি থেকে যাও, কেমন? আমাকে খুন কর্‌বার কারণ কি? জুমেলিয়ার লাভ কি রকম?"

"জুমেলা যাবার সময় ব'লে গেছে, আপনাকে খুন কর্‌লে সে আমাকে বিবাহ কর্‌বে।"

"তুমি কি তাকে বিশ্বাস কর?"

"আগে করেছিলেম বটে।"

শচীন্দ্রের ক্রমে জ্ঞান হইতে লাগিল; অল্পক্ষণ পরে উঠিয়া বসিল। দেবেন্দ্রবিজয় জিজ্ঞাসিলেন, "শচী, চলিতে পারিবে?"

শ। পারিব।

দে। জুমেলা এখন কোথায় যাইবে, আমি জেনেছি—আমি এখনই তার সন্ধানে চল্‌লেম; তুমি এখন এখানে থাক—যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি, ততক্ষণ তুমি এইখানেই থাক; সুবিধামত কোন পাহারা-ওয়ালাকে রাস্তায় পেলে তোমার সাহায্যার্থ তাকে এখানে পাঠিয়ে দিব।

দেবেন্দ্রবিজয় এই বলিয়া ক্ষিপ্রপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অতি অল্পক্ষণে তিনি ছুটিয়া আসিয়া জগুবাবুর বাজারের পথে পড়িলেন; তথায় দুই-একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী তখনও আরোহীর অপেক্ষায় ছিল। দেবেন্দ্রবিজয় লম্ফদিয়া একখানি গাড়ীর কোচ্‌বক্সে

গিয়া উঠিলেন; ঘোড়ার লাগাম ও চাবুক স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া গাড়ী জোরে হাঁকাইয়া দিলেন। গাড়োয়ান তাঁহার সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্য-কলাপ দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল; দেবেন্দ্রবিজয়কে পাগল অনুমানে শঙ্কিত হইল।

দেবেন্দ্রবিজয় তাহাকে বলিলেন, "গাড়ী দম্‌দমায় যাবে, বিশেষ দরকার। বাধা দিয়ো না; বাধা দাও—গাড়ী থেকে ফেলে দিব; চুপ ক'রে ব'সে থাক; যদি দশ টাকা ভাড়া পেতে চাও—কোন কথাটি কয়ো না—চুপ ক'রে ব'সে থাক।"

গাড়োয়ান অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সে দুইদিনে কখন দশ টাকা রোজগার করিতে পারে নাই, এক রাত্রেই দশ টাকা পাইবে শুনিয়া মনে মনে অত্যন্ত অহ্লাদিত হইল।

গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উদ্যমের শেষ

দেখিতে দেখিতে গাড়ীখানা শ্যামবাজার অতিক্রম করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে দম্‌দমায় আসিয়া পড়িল। এখনও সেইরূপ তীব্রবেগে গাড়ী ছুটিতেছে।

যখন সেই গাড়ী হরেকৃরামের বাগানের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখন গাড়ীখানার সম্মুখের একখানি চাকা খুলিয়া গেল—গাড়ী দাঁড়াইল। দেবেন্দ্রবিজয় কি এখন চুপ করিয়া থাকিতে পারেন—লাফাইয়া ভূতলে পড়িলেন; নির্ব্বাক্ গাড়োয়ানের হস্তে একখানা দশ টাকার নোট ফেলিয়া দিয়া রুদ্ধশ্বাসে ছুটিলেন।

দেবেন্দ্রবিজয় মরুদ্বেগে ছুটিতে লাগিলেন—ক্ষণকালের মধ্যে হরেক্‌-রামের উদ্যান-সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদ্যানের মধ্যে আসিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন, কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটা দ্বিতল অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বামপার্শ্বস্থ সোপানাতিক্রম করিয়া উপরে উঠিলেন। বারাণ্ডায় বসিয়া পরম নিশ্চিন্তমনে পাহাড় সিং তাম্রকূটধূম্র পান করিতেছিল—দেবেন্দ্রবিজয় নিঃশব্দে তাহার পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইলেন। পাহাড় সিং হুঁকায় যেমন একটী লম্বা টান দিতে আরম্ভ করিয়াছে, দেবেন্দ্রবিজয় উভয় হস্তে তাহার গলদেশ টিপিয়া ধরিলেন। সুখটানে বাধা পড়িল—হুঁকার কলিকা ফেলিয়া পাহাড় সিং গোঁ গোঁ করিতে লাগিল—ক্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়িল, চক্ষু উল্টাইয়া গেল; তখন দেবেন্দ্রবিজয় তাহার গলদেশ ছাড়িয়া দিলেন; তাহারই পরিহিত বস্ত্রে তাহার হস্তপদ বন্ধন করিলেন ও মুখবিবরে খানিকটা কাপড় প্রবেশ করাইয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন; তাহার পর দ্রুতপদে নিম্নে অবতরণ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শেষ

বৈঠকখানা গৃহে দেবেন্দ্রবিজয় প্রবিষ্ট হইলেন, তথায় কেহ নাই। একপার্শ্বে একটা অর্দ্ধমলিন শয্যা ছিল, তদুপরি ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে উদ্যানের বাহিরে একটা সচল গাড়ীর ঘর্ঘর ধ্বনি উঠিল। দেবেন্দ্রবিজয় গবাক্ষ দিয়া জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, একখানি গাড়ী ফটক দিয়া উদ্যান-মধ্যে আসিল; বুঝিতে পারিলেন, তন্মধ্যে জুমেলিয়া ও তাঁহার পত্নী আছে; উপরে যে ব্যক্তি বসিয়াছিল, সে সেই গিরিধারী সামন্ত।

গাড়ীখানা ক্রমে অট্টালিকার দ্বারসমীপাগত হইয়া দাঁড়াইল—লাফাইয়া গিরিধারী সামন্ত অগ্রে ভূতলে অবতরণ করিল।

"পাহাড় সিং! পাহাড় সিং!" জুমেলা চীৎকার করিয়া ডাকিল। পাহাড় সিং উত্তর করিল না—কে উত্তর দিবে?

গিরিধারী সামন্ত বলিল, "মরুক্ ব্যাটা—হতভাগা পাজী! গেল কোথায়?"

জুমেলিয়া বলিল, "হয় ত ব্যাটা সিদ্ধি-গাঁজা খেয়ে, বেহুঁস হ'য়ে প'ড়ে আছে—মরুক্ সে; গিরিধারী, তুমি আমার ভগ্নীকে তুলে নিয়ে যাও।"

"ভগ্নী! জুমেলিয়ার?" মৃদুগুঞ্জনে ডিটেক্‌টিভ আপনা-আপনি বলিলেন—তাঁহার আপাদমস্তক বিকম্পিত হইল।

গিরিধারী জিজ্ঞাসিল, "ম'রে গেছে না কি?"

ঈষদ্ধাস্যে জুমেলিয়া বলিল, "মরেছে? না—এখনও মরেনি; যাও, ইহাকে তুলে নিয়ে যাও।"

গিরি। কোথায় নিয়ে রাখ্‌ব?

জু। বৈঠকখানা ঘরে।

বৈঠকখানার ভিতরে দেবেন্দ্রবিজয় তাহাদের অপেক্ষায় ছিলেন। গিরিধারী সেই কক্ষেই আসিবে জানিয়া দ্বারপার্শ্বে লুক্কায়িত রহিলেন। তখনই সংজ্ঞাহীনা রেবতীকে লইয়া গিরিধারী তথায় প্রবিষ্ট হইল। তথায় আলো না থাকায় সে দেবেন্দ্রবিজয়কে দেখিতে পাইল না। পশ্চিম পার্শ্বস্থিত অর্দ্ধোন্মুক্তবাতায়নপ্রবিষ্ট জ্যোৎস্নালোকে ঘরটি অস্পষ্টভাবে আলোকিত; তৎসাহায্যেই গিরিধারী শয্যাটী দেখিতে পাইল; তদুপরি রেবতীকে রাখিয়া বহির্গমনোদ্যোগ করিল।

এমন সময়ে দেবেন্দ্রবিজয় নিঃশব্দে তাহাকে আক্রমণ করিলেন;

যেরূপে তিনি পাহাড় সিংকে বন্দী করিয়াছিলেন, সেইরূপে গিরিধারীকেও বন্দী করিলেন; কোন শব্দ হইল না; অথচ কার্য্যসিদ্ধ হইল। তাহার মৃতকল্পদেহ পালঙ্কের নিম্নে রাখিয়া দিলেন।

তৎপরেই তিনি রেবতীর নিকটস্থ হইলেন, তাঁহার মুখের নিকট মুখ লইয়া সেই অস্পষ্টালোকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, রেবতী এখন ক্লোরাফর্ম্মের দ্বারাই অচেতন আছেন মাত্র। আশঙ্কার কোন কারণ নাই। দেবেন্দ্রবিজয় মৃদুস্বরে বলিলেন, "হতভাগিনি! তোমার দুর্দ্দিন এইবার শেষ হইবে।"

বাহির হইতে জুমেলিয়া ডাকিল, "গিরিধারি! গিরিধারি!"

দেবেন্দ্রবিজয় গিরিধারীর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া বলিল, "আবার কি—কি হয়েছে? চ'লে এস না তুমি।"

জুমেলিয়া বাহির হইতে বলিল, "এখান থেকে ঔষধের বাক্সটা আর কাপড়গুলা নিয়ে যাও।"

পূর্ব্ববৎ দেবেন্দ্রবিজয়, "রেখে দাও—তোমার কাপড় আর বাক্স! আমি তোমার বোন্‌কে নিয়ে দস্তরমত একটা আছাড় খেয়েছি।" শুনিতে পাইলেন; জুমেলিয়া তাঁহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত হাসিতেছে; গবাক্ষ দিয়া দেখিলেন, জুমেলিয়া বাটীমধ্যে প্রবেশ করিল; তাহার হস্তে সেই কিরীচ উন্মুক্ত রহিয়াছে, চন্দ্রকরে সেটা বিদ্যুদ্বৎ ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছে।

ক্রমে জুমেলিয়া বৈঠকখানা গৃহের নিকটস্থ হইল; দ্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিম্নকণ্ঠে ডাকিল, "গিরিধারি!"

তখন দেবেন্দ্রবিজয় তাঁহার গুপ্ত লণ্ঠন বাহির করিয়া, স্প্রীং টিপিয়া দিলেন; উজ্জ্বল সুতীব্র আলোকরশ্মিমালা জুমেলিয়ার চক্ষু ধাঁধিয়া তাহার মুখের উপরে পড়িল।

কর্কশকণ্ঠে দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, "গিরিধারী এখানে নাই; তোমার অপেক্ষায় আমিই আছি, জুমেলা।"

"দে-বে-ন্দ্র-বি-জ-য় !" জুমেলিয়া সবিস্ময়ে বলিল।

"হাঁ, দেবেন্দ্রবিজয়—তোমার যম—তোমার শত্রু—তোমার পরম শত্রু। এক পা যদি নড়্‌বে, এখনই তোমাকে গুলি কর্‌ব—এতদিন তুমি আমাকে নাস্তানাবুদ ক'রে তুলেছিলে; তোমার জন্য কতদিন আমার অনাহারে কেটে গেছে; এমন কি নানাপ্রকার দুর্ঘটনায় আমার মস্তিষ্কও তুমি বিকৃত ক'রে দিয়েছ; আজ তোমার নিস্তার নাই; দেবেন্দ্রের হাতে তোমার কিছুতেই নিস্তার নাই—এক পা অগ্রসর হইলেই গুলি কর্‌ব।" দেবেন্দ্রবিজয় ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন; তাঁহার চক্ষু দিয়া তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল।

জুমেলিয়া ভয় পাইল না; তাহার অখণ্ড প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্মিতমুখে বলিতে লাগিল, "মাইরি! গুলি কর্‌বে? তুমি! দেবেন্দ্র-বিজয়! জুমেলিয়াকে? পার না—তোমার সাধ্য নয়—তোমার হাতে মৃত্যুতেও জুমেলিয়ার কলঙ্ক আছে। দেবেন্! তোমার হাতে মর্‌ব! হায়! হ'য়ে কেন মরি নাই! মাতৃস্তন্য কেন আমার বিষ হয় নাই! যাকে ভালবাসি, তার হাতে আমি মর্‌ব? কষ্টকর—বড় কষ্টকর—সে মৃত্যু বড় কষ্টকর, দেবেন্। দেবেন্, এখনও বল্‌ছি; তোমাকে আমি ভালবাসি—আগে বাস্‌তাম, এখনও বাসি—ম'রেও ভুল্‌তে পার্‌ব, এমন বোধ হয় না। ভালবাসি বলিয়াই ত আমি আজ না এই বিপদ্‌গ্রস্ত; নতুবা এতদিন তোমাকে আমি কোন্ কালে এ সংসার থেকে বিদায় দিতাম। অনেকবার মনে করেছি—পারি নাই; ঐ মুখ দেখেছি—ভুলে গেছি—সব ভুলে গেছি। আপনাকে ভুলে গেছি, আপনার কর্ত্তব্য ভুলে গেছি, জগৎ-সংসার ভুলে গেছি।

লক্ষটাকা

অতীব রহস্য ও লোমহর্ষণ ঘটনাপূর্ণ অপূর্ব্ব ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। এক লক্ষটাকা লইয়া মহা বিড়ম্বনা—সকলেই বিড়ম্বিত—কি উভয় সৈয়দজী, কি গোপালরাম, কি হরকিষণ, কি জয়বন্ত, কি তুলসী বাঈ, কি দস্যু মেটা, কি হিঙ্গন বাঈ—সকলেরই উপর এই লক্ষটাকা নিজের অনিবার্য্য প্রভাব বিস্তার না করিয়া ছাড়ে নাই—তাহারই ফলে কেহ মরিয়াছে, কেহ ডুবিয়াছে, কেহ আত্মহত্যা করিয়াছে, কেহ খুন হইয়াছে, কেহ খুন করিয়াছে—বলিতে কি ইহার আদ্যোপান্ত প্লাবিত করিয়া যেন বিপুল রক্তস্রোত প্রবলবেগে বহিতেছে—পড়ুন—এমন আর পড়েন নাই। কিরূপ অত্যাশ্চর্য্য কৌশলে এ সংসারে পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় সাধিত হয়, তাহা পড়িয়া মনে হইবে—বিশ্ব নিয়ন্তার একি এক মহা দুর্ভেদ্য ইন্দ্রজাল! (সচিত্র) সুরম্য বাঁধা মূল্য ৸৹ মাত্র।

জয়-পরাজয়

উপন্যাস

সাহিত্য উপবনের অপূর্ব্ব রু...

কুসুমরূপিনী বেদিয়া ক...

—সেই দে...

পাঁচ...
পুস্তব...
উপন্য...
ছেন
পরিে...
যদি ...
দশজ...
পড়িতে...
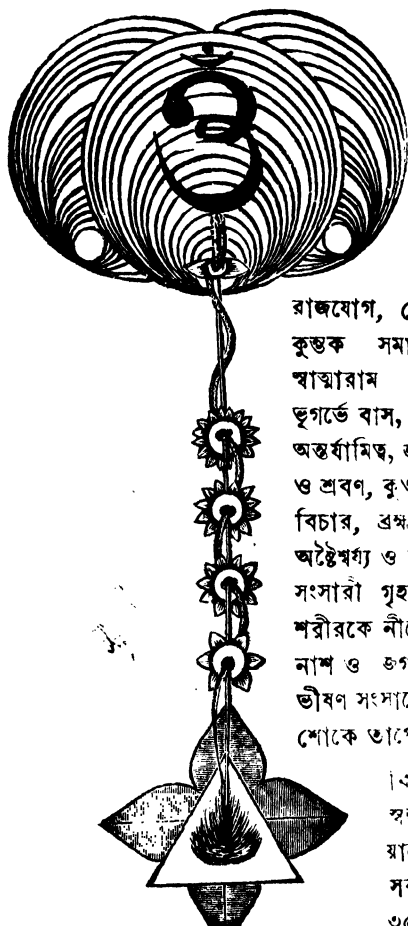
...হো ...রূপ, ...মুদ্রা, ...য়যোগ, প্রাণায়াম, ...ালী, শ্রীমৎ ...গবলে সিদ্ধাবস্থা, ..., ৈচতন্য-সমাধি, বলবৃদ্ধি, ... অগ্নি ও শূন্যে ভ্রমণ, দূর-দর্শন ...ণ, কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ, ষটচক্রভেদ ও বিচার, ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ দর্শন, অণিমা লঘিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য ও বিভূতি লাভ প্রভৃতির সহজ প্রকরণ, সংসারী গৃহস্থও ইহার যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়া দ্বারা শরীরকে নীরোগ, লাবণ্য ও জ্যোতিঃযুক্ত, জরা-নাশ ও জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন, এবং ভীষণ সংসারের ত্রিতাপে দহিতে হইবে না, দারুণ শোকে তাপে শান্তি পাইবেন। আত্মা কি, ব্রহ্ম কি, জন্মমৃত্যু কি, নিজে কে, আত্মীয় স্বজন কে, কোথা হইতে কেন আসিয়াছেন, কোথায় যাইতে হইবে প্রভৃতি সকলই বুঝিবেন। সুরম্য বাঁধান, প্রায় ৩৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

পরিশিষ্টে শঙ্করাচার্য্যের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ "তত্ত্ববোধ" সংশ্লিষ্ট আছে।

A

বিখ্যাত যাত্রাদল সমূহে অভিনীত

সুকবি ৺ অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল কর্ত্তৃক গীতাভিনয়

অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ

সেই পিতৃমাতৃভক্ত অজামিল, মদিরামোহে নরহত্যা ব্রহ্মহত্যাকারী ভয়ানক দস্যু; সেই অপ্সরার ছলনা, সেই মৃতপুত্রস্কন্ধে পিতার হৃদয়ভেদী বিলাপ, সেই নরকের দৃশ্য, কত রকম পাপী পাপিনীর পীড়ন, আর্ত্তনাদ এবং যমের সহিত বিষ্ণুর যুদ্ধ, রণস্থলে শঙ্করের আবির্ভাব। সেই গান, সেই বক্তৃতা, সেই সব। (সচিত্র) সুলভ মূল্য ১৶০ মাত্র।

কার্ত্তবীর্য্য সংহার

বা, পরশুরামের মাতৃহত্যা।

দিগ্বিজয়ে কার্ত্তবীর্য্যের ভীষণ যুদ্ধ, পতিশোক-বিহ্বলা রাণীর দারুণ প্রতিহিংসা। লোমহর্ষণ নারী-যুদ্ধ! জমদগ্নিহত্যা। নিঃক্ষত্রিয়া ধরণী। রাজমহিষীর ক্রোড় হইতে রাজপুত্রকে কাড়িয়া লইয়া হত্যা ইত্যাদি করুণ-রসাত্মক ঘটনায় হৃদয় বিগলিত হইবে। (সচিত্র) সুলভ মূল্য ১৶০ মাত্র।

সুধন্বা-উদ্ধার সুধন্বাকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ, ভক্তে ভক্তে মহাসমর, শ্রীকৃষ্ণের উভয় সঙ্কট, সুধন্বার যুদ্ধে অর্জ্জুনের প্রাণরক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, হংসধ্বজের মহামুক্তি। (সচিত্র) মূল্য ১।০ মাত্র।

অমৃত হরণ বা গরুড়ের স্বর্গবিজয়। (গীতাভিনয়) কদ্রু ও বিনতা দুই সতিনীর যুদ্ধ ও পণ, বিষ্ণু ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের সহিত গরুড়ের যুদ্ধ, সৎমার কাছে মাতার দাসীত্ব মোচন, জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ, আস্তিক-মাহাত্ম্য, মন্ত্রপ্রভাবে তক্ষক ও সিংহাসন সহ ইন্দ্রকে যজ্ঞানল-কুণ্ডের দিকে আকর্ষণ—সকলই চমৎকার। (সচিত্র) মূল্য ১।০ মাত্র।

বভ্রুবাহনের যুদ্ধ বা অর্জ্জুন পরাভব। (গীতাভিনয়) পিতা অর্জ্জুনের সহিত বীরপুত্র বভ্রুবাহনের মহাযুদ্ধ, পিতৃহত্যা, চিত্রাঙ্গদা বিলাপ, নাগকন্যা উলুপীর মন্ত্রশক্তিতে জনার প্রেতাত্মার মহাবিড়ম্বনা। (সচিত্র) মূল্য ১।০ মাত্র।

জয়দ্রথ বধ বা অকাল প্রদোষ (সচিত্র) ১।০

শ্রীদাম-উন্মাদ বা ব্রজলীলার অবসান (সচিত্র) ১৶০

কনোজ-কুমারী বা সংযুক্তার চিতারোহণ (সচিত্র) ১৲

Gupta Press, Calcutta.

Day's Sensational Detective Novels.

লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিভাবান্ ঔপন্যাসিক

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের

সচিত্র উপন্যাস-পর্য্যায়

পরিমল

ভীষণ-কাহিনীর অপূর্ব্ব ডিটেক্‌টিভ-রহস্য।

বিবাহরাত্রে বিমলার আকস্মিক হত্যা-বিভীষিকা। পরিমলের অপার্থিব সারল্য। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ডিটেক্‌টিভ সঞ্জীবচন্দ্রের কৌশলে ভীষণতম গুপ্তরহস্য ভেদ। দস্যুদলপরিবেষ্টিত হইয়া তেমনি অপূর্ব্ব কৌশলে দুঃসাহসিক সঞ্জীবচন্দ্রের আত্মরক্ষা—একাকী দস্যুদলদমন। একদিকে যেমন ভীষণ ভীষণ ব্যাপার—আর একদিকে আবার তেমনি ছত্রে ছত্রে সুধাক্ষরে অনন্ত প্রেমের বিকাশ দেখিবেন। আরও দেখিবেন, রূপতৃষ্ণা ও বিষয়-লালসার বশীভূত হইয়া মানব কেমন করিয়া দানব হইয়া উঠে। সব না পড়িলে দুই-এক-কথায় সে সকলের কিছুই বুঝা যায় না। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবুর উপন্যাসগুলি পড়িবার সময়ে মন তন্ময় হইয়া যেন কোন্ এক ভাবময় স্বপ্নরাজ্যে প্রয়াণ করে। (সচিত্র) সুরম্য বাঁধান, মূল্য ১৷৹ স্থলে ৸৹ মাত্র।

মনোরমা

কামরূপদেশবাসিনী মিস্‌মীজাতীয়া কোন সুন্দরী রমণীর পৈশাচিক কার্য্যকলাপপূর্ণ অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী।

ইহাতে দেখিবেন, কামরূপদেশের কুহকিনী স্ত্রীলোকদিগের হৃদয় কি অমানুষিক পরাক্রমে, কি অলৌকিক সাহসে পরিপূর্ণ। সেই ভয়ানক হৃদয়ে যখন আবার যে প্রেম বিকশিত হইয়া উঠে—সে প্রেমও কত ভয়ানক, কত আবেগময় দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানপরিশূন্য। সেই পৈশাচিক প্রেমের জন্য অতৃপ্ত লালসায় প্রেমোন্মাদিনা হইয়া তাহারা না পারে, এমন ভয়াবহ কাজ পৃথিবীতে কিছুই নাই। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবুর কোন উপন্যাসই অসার বাজে কথায় পূর্ণ নহে, এমন কি তাঁহার একখানিমাত্র পুস্তক পড়িয়া শেষ করিলে বোধ হয়, যেন ১০।১২ খানি উপন্যাস এক সঙ্গে শেষ করিয়া উঠিলাম। সচিত্র ও সুরম্য বাঁধান, মূল্য ১৷৹ স্থলে ৸৶৹ মাত্র।

উপন্যাসে অসম্ভব কাণ্ড—৪র্থ সংস্করণে ৮০০০ বিক্রয় হইয়াছে যে উপন্যাস, তাহা কি জানেন? তাহা শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবুর

মায়াবী

অভিনব রহস্যময়-ডিটেক্‌টিভ-প্রহেলিকা।

ভীষণ ঘটনাবলীর এমন অলৌকিক ব্যাপার কেহ কখনও পাঠ করেন নাই। সিন্দুকের ভিতর রোহিণীর খণ্ডখণ্ড রক্তাক্ত মৃতদেহ, আসমানী লাস—সেই খুন-রহস্য উদ্ভেদ। নরহন্তা দস্যু-সর্দ্দার ফুলসাহেবের লোমাঞ্চকর হত্যাকাণ্ড এবং ভীতিপ্রদ শোণিতোৎসব। নৃশংস নারকী যদুনাথ, অর্থ-পিশাচ ক্রূরকর্ম্মা গোপালচন্দ্র, পাপসহচর গোরাচাঁদ, আত্মহারা সুন্দরী মোহিনী ও নারী-দানবী মতিবিবি প্রভৃতির ভয়াবহ ঘটনায় পাঠক স্তম্ভিত হইবেন। ঘটনার উপর ঘটনা-বৈচিত্র্য—বিস্ময়ের উপর বিস্ময়-বিভ্রম—রহস্যের উপর রহস্যের অবতারণা—পড়িতে পড়িতে যেন হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। প্রতারকের প্রলোভনে মোহিনী ধর্ম্মভ্রষ্টা, শোকে দুঃখে মোহিনী উন্মাদিনী, নৈরাশ্যে মোহিনী মরিয়া, কারুণ্যে পরোপকারে মোহিনী দেবী—সেই মোহিনী প্রতিহিংসায় লাঙ্গুলাবমৃষ্টা সর্পিণী। দোষে গুণে, পাপে পুণ্যে, কোমলে কঠিনে, মমতায় নির্ম্মমতায় মিশ্রিত মোহিনীর চরিত্র—অতি অপূর্ব্ব। এক চরিত্রে সহস্রবিধ বিকাশ। মোহিনীর চরিত্রে আরও দেখিবেন, স্ত্রীলোক একবার ধর্ম্মভ্রষ্টা ও পাপিষ্ঠা হইলে তখন তাহাদিগের অসাধ্য কর্ম্ম আর কিছুই থাকে না। স্বর্গীয় প্রণয়ের পবিত্র বিকাশ, এবং প্রণয়ের অসাধ্য সাধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—কুলসম ও রেবতী। এমন সুবৃহৎ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস এপর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে আর বাহির হয় নাই। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে অদম্য আগ্রহে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। না পড়িলে বিজ্ঞাপনের কথায় ঠিক বুঝা যায় না। এই পুস্তক এইবার দীর্ঘকাল যন্ত্রস্থ থাকায় সহস্র সহস্র গ্রাহক আমাদিগকে আগ্রহপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন। (সচিত্র) সুরম্য বাঁধান, মূল্য ২৸০ স্থলে ১৷৵০ মাত্র।

রহস্য-বিপ্লব

এই উপন্যাস নিজের নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে।

একবার পড়িতে আরম্ভ করুন, আর আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অতীব আগ্রহের সহিত পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইতে থাকুন—রহস্যের তরঙ্গ অনন্ত। ঘটনার পর ঘটনা—ঘটনাও অনন্ত। রহস্য এমন জটিল যে, বোম্বে নিবাসী কীর্ত্তিকর, দাদা ভাস্কর ও লালুভাই—তিনজনই বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ—বিস্ময়-বিহ্বল। অবশেষে ক্ষমতাশালী কীর্ত্তিকরের অপূর্ব্ব রহস্য আবিষ্কার। কর্ত্তব্যে কোমলা রাজলক্ষ্মী—কর্ত্তব্যে কঠোরা কমলা—কর্ত্তব্যে অবিচঞ্চলা-স্থিরা রতন বাই প্রভৃতি চরিত্র-সৃষ্টি চমৎকার—সে সকল না পড়িলে বুঝিবেন না। চিত্র-পরিশোভিত, মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

গোবিন্দরাম

ইহার আদ্যোপান্ত অতি অপূর্ব্ব ব্যাপার—কন্‌সাল্টিং-ডিটেক্‌টিভ গোবিন্দরাম যেন মন্ত্রবলে সমুদায় কার্য্যোদ্ধার করিতেছেন—তাঁহার নৈপুণ্যে ও কার্য্যকলাপে পাঠক বিস্মিত হইবেন, মনুষ্য-চরিত্রের উপর ক্ষমতাশালী গোবিন্দরামের অমানুষিকী অভিজ্ঞতা; লোকের মুখ দেখিয়া তিনি পুস্তক পাঠের ন্যায় সকল কথাই বলিতে পারেন—কারণও দেখাইয়া দেন। অদ্ভুত ক্ষমতা। (চিত্রশোভিত) সুরম্য বাঁধান, মূল্য ১৷৵০ মাত্র।

কালসর্পী

ইহাতে কালসর্পী ভিন্ন "যোগিনী" ও "ভীষণ ভুল" নামক আরও দুইখানি অতি চমৎকার উপন্যাস আছে। তিনখানিই নানা ঘটনা-বৈচিত্র্যে-পরিপূর্ণ। "কালসর্পী"তে দেখিবেন, মন্ত্রশক্তির কি ভীষণ প্রতাপ! "যোগিনী'তে যোগবল, সম্মোহিনী-বিদ্যা বা মেস্‌মেরিজম, হিপ্নটিজমের দারুণ প্রভাব, এবং "ভীষণ ভুল" মনস্তত্ত্ব ও কল্পনার লীলাক্ষেত্র। রহস্য-প্রধান উপন্যাস প্রণয়নে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবুর অসাধারণ ক্ষমতা—তাঁহার সুপরিচিত নাম দেখিলে স্বতই মনে হয়, নিশ্চয়ই এই পুস্তকের মধ্যে কোন্ এক কল্পনাতীত বিপুল রহস্যের বিরাট আয়োজন হইয়াছে। (সচিত্র) সুরম্য বাঁধান, মূল্য ৸০ মাত্র।